

0758

Please return the book within 15 days

পত্রাক Folio No	প্রদানের তারিখ Date of Issue	গ্রহণের তারিখ Date of Return	পত্রাক Folio No	প্রদানের তারিখ Date of Issue	গ্রহণের তারিখ Date of Return
১৩৫৮	১৫/১/৭৬				
১৩৫৯	১৭/৩/৭৮				

মাইকেল

রঙমহলে অভিনীত

প্রথম অভিনয়—শুক্রবার, ৫ই জুন, ১৯৪২

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম. এ.

প্রাপ্তিস্থান :

নৃত্যলাল শীলস্ লাইব্রেরী

২০২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক :
বীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত
৪বি, বৃন্দাবন পাল বাইলেন,
কলিকাতা

দাম একটাকা চার আনা

নং - ১৪
Acc 2০ ৪৭৮
২৪/১/২০০৬

মুদ্রাকর :
শ্রী আশুতোষ ভট্ট
শক্তি প্রেস
২৭১৩ বি, হরিঘোষ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

বাংলার অমর কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-নাট্য। এ নাটক রচিত হয়েছে কবির জীবনের শেষ দুই বছরের ঘটনাকে ভিত্তি কবে—যে সময়ে কবিকে জর্জরিত করছিল—“afflictions in battalion” এ ধবণের নাটক বচনায় কল্পনার অবকাশ নাই। তবে নাটক তো আব হবহ biography হ’তে পাবে না! সুতরাং নাটকীয় সিচুয়েশন তৈরী করবার জন্যে দু’ একটা কাল্পনিক চরিত্রেরও অবতারণা করতে হয়েছে। এমন ঘটনা হয়তো এ নাটকে আছে যা মাইকেলের জীবনচবিতে নাই, কিন্তু না থাকলেও অশ্রুপূর্ণ ঘটনা যে তাঁর জীবনে বহু ক্ষেত্রে ঘটেছে—জীবনী-কাব তা স্পষ্টভাষায় উল্লেখ করেছেন।

অল্পম অভিনয় নৈপুণ্যে...নিখুঁৎ পরিচালনায়...সকল দিক দিকই এই নাটকের মঞ্চ-সাফল্যের মূল-উৎস নটসূর্য্য অহীন্দ্র চৌধুরী। তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন শ্রীবতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসন্তোষ সিংহ। ব্যবস্থাপনায় শ্রীপ্রভাত সিংহ যে অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন তা, কোনোদিন ভুলব না। ইতি—

শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত

৩৪

যার কাব্য-মধু-চক্র থেকে গোড়জন—
“আনন্দে কবিছে পান সুখা নিরবধি”
সেই অমর কবির জীবন-নাট্য—
সাবা গোড়জনের উদ্দেশে—
নিবেদন কর্ণুম।

মহেন্দ্র গুপ্ত

ରଞ୍ଗମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଞ୍ଜନୀ

ଶୁକ୍ରବାର ୧୧ ଜୁନ—ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ୧୫ ।

ନେପଥ୍ୟ ବିଧାନେ

ନାଟକ—	ଶ୍ରୀମହେନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଏମ. ଏ,
ସ୍ଵରଶିଳ୍ପୀ—	„ ଅନିଲ ବାଗଟୀ
ସଂଗୀତ—	„ ମନୀନ୍ଦ୍ର ଦାସ (ନାଟୁବାବୁ)
ସଂଳାପ—	„ ସତ୍ତୀଲ ମେନ ଶୁକ୍ଳ
ସଂଗୀତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ହାରମୋନିୟମ	„ ହରିଦାସ ଚୂଡ଼ାପାଠ୍ୟାୟ
ପିଆନୋ—	„ ସୁଧୀରଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ
ସଂଗୀତ—	„ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ
କ୍ଲାରିଓନେଟ—	„ ସନ୍ତୋଷନାଥ ଦାସ
ଟ୍ରାମ୍ପେଟ—	„ ବୃନ୍ଦାବନ ଦେ
ଚେଲୋ—	„ କ୍ଷୀରୋଦ ଗାଙ୍ଗୁଲୀ
ବେହାଲା—	„ କାଳୀ ସରକାବ
ଏମ୍ପ୍ରିଫୋନାବ—	„ ସୁଧୁସୁଦନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
	„ ସଦନମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
ଆଲୋକ ସମ୍ପାଦ—	„ ଶଶିନ ଦେ. ଶତୀନ ଗୋପାଳ, ସଦନ ଦାସ, ଶ୍ରୀମାତା କବି
ସ୍ଵରକ—	„ ପଦ୍ମନାଭ ସାହୁ ଓ ଶତୀନ ଗୋପାଳ

ସଂଗୀତକାରୀ

ଶ୍ରୀମହେନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଚୂଡ଼ାପାଠ୍ୟାୟ

প্রথম অভিনয় নজরানী শিল্পীসম্মেলন

পুরুষ

মাইকেল মধুসূদন	শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী
রাজনাথায়ণ দত্ত	„ শরৎ চট্টোপাধ্যায়
আর্ডেন	...		„ বতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
মনোমোহন ঘোষ	..	.	„ প্রভাত সিংহ
গৌরদাস বসাক	„ মন্তোষ সিংহ
পণ্ডিত মশাই	„ প্রফুল্ল দাস
নন্দহুলাল			„ অমূল্য হালদার
মাণিক পাট্টাদার		...	„ আশু বোস
রমনীমোহন	„ বেচু সিংহ
হবপ্রসন্ন	„ গোপাল মুখোপাধ্যায়
নিধিরাম		...	„ জীবন চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক	„ বেচু সিংহ
বিপিন		.	„ ভানু চট্টোপাধ্যায়
অশোক	„ স্থনীল মুখোপাধ্যায়
খানসামা	„ তিনকড়ি চট্টো
আলবার্ট নেপোলিয়ান		.	„ রেখা দত্ত
ভূত্য	গণেশ চৌধুরী

স্ত্রী

হেন্‌বিগ্‌টে সোফিয়া	শ্রীমতী রাণীবালা
রমলা	" পদ্মাবতী
জাহ্নবী দেবী	" বেলাবানী
টে'পির মা	...		" আঙ্গুবাবালা
নাস'	" বাণুদেবী
নমিতা	" দুর্গা দেবী
মণিকা	" স্নেহ ব্যানাজ্জী

মাইকেল

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সাগবর্দাডী গাঁয়ে মাইকেল মধুসূদন
দত্তের পৈতৃক গৃহের সম্মুখভাগ। বাড়ীর
ইটবালি খসিয়া গিয়াছে।

[পণ্ডিত মশাই ও ছাত্রগণ মাইকেল
মধুসূদনের জন্মদিন উপলক্ষে সেখানে উপস্থিত
হইরাছেন। তাঁহারা সকলে মেথনাদবধ
আবৃত্তি করিতেছিলেন।]

পণ্ডিত। বন্দি চবণাববিন্দ অতি মন্দ মতি
আমি, ডাকি আবাব তোমায় শ্বেতভূজ
ভারতি। যেমতি মাতঃ বসিলা আসিয়া,
বান্দীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন)
যবে ধরতর শরে, গহন কাননে,

ক্রৌঞ্চ বধু সহ ক্রৌঞ্চ নিষাদ বিধিলা,
তেমতি দাসেবে আসি দয়া কর সতি !

...

তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্লনা । কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, বচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে কবিরে পান সুধা নিববধি ।

১ম ছাত্র । কনক আসনে বসি দশাননবলী—
হেমকূট-হৈম-শিবে শৃঙ্গবব যথা
তেজোপুঞ্জ । শত শত পাত্র মিত্র আদি
সভাসদ নতভাবে বসে চাবিদিকে ।
ভূতলে অতুল সভা স্ফটিকে গঠিত ।

(ক্রৌঞ্চ হরপ্রসন্নের প্রবেশ)

হব । এই ছোঁড়াবা, থাম্—ঢেব হ'য়েছে—
পণ্ডিত । এই যে, বাবা হবপ্রসন্ন ! ওদেব ধামতে বলছ তুমি—
হব । এসব কি পণ্ডিত মশাই ! ছেলেদেব মেঘনাদবধ আবৃত্তি
করাচ্ছেন কেন ।

পণ্ডিত । ভুলে গেছ বাবাজি, আজ যে মধুর জন্মদিন ! বঙ্গ-ভারতীর
ববপুত্র কবি মধুসূদন—আজ থেকে ৪৬ বৎসব আগে,
কপতাক্ষতীবে এই সাগবদাঁড়ী গাঁয়ে—এই গৃহেই জন্মগ্রহণ
করেছিল । এই পবিত্যকৃত জীর্ণ অট্টালিকা—সারা বাংলার
এ হ'ল পুণ্য তীর্থ । আজকের দিনে তাই গাঁয়ের ছেলেদেব

নিয়ে এসেছি এখানে দাঁড়িয়ে মধুর রচনা পাঠ ক'রে, তাব
জন্মোৎসবের আনন্দকে জাগরুক বাখতে ।

হর । ষটে ।

পণ্ডিত । ওই মধু যখন এতটুকু শিশু ছিল—এই সাগবদাঁড়ী গাঁয়ে
আমাবি ইন্সুলের খোডো ঘবে বসে আমাব কাছে পাঠ
নিত । সেই মধু আজ দেশের দেশের গৌরব—সে আজ
বাংলাব শ্রেষ্ঠ কবি । তাব কাব্য আমি কি এ গাঁয়ের
ছেলেদের না পড়িয়ে পাবি হরপ্রসন্ন ।

হব । তা কি পারেন ।

পণ্ডিত । জানো—জানো—হবপ্রসন্ন, মধুব কি অলৌকিক প্রতিভা ।
কাব্য রচনাব সময় সে হয় ঘেন পঞ্চানন । চাব পাঁচখানি
বই সে একা বলে যায়—আব চার পাঁচজন পণ্ডিত
তাই সঙ্গে সঙ্গে লিখে যায় । মধু—মধু আমাব সবস্বতীক
ববপুত্র ।

হব । জানি পণ্ডিতমশাই, মধুর স্নেহে আপনি অন্ধ, তা বলে আর
পাঁচজনাব ছেলেব ভবিষ্যৎ অন্ধকার কর্ছেন কেন বলুন
তো ? (ছেলেদের) এই, কী শুনছিস্ তোবা ? কবিতা
আবৃত্তি হচ্ছে । যত সব বকামো । যা, যা এখান থেকে ।

[ছেলেরা চলিয়া গেল]

পণ্ডিত । তুমি ওদের তাড়িয়ে দিনে বাবাজি !

হব । দোবো না—যেঘনাদবধ কাব্য যত সব অশাস্ত্রীয় গ্রন্থ,
তাই হ'ল ছেলেদের পাঠ্য ! প্রবাদ আছে, নৈষধকার তাঁব
মাতুল মন্নট ভট্টকে তাঁব রচিত কাব্য সমালোচনা করতে

দিয়েছিলেন। পড়ে মগ্ন হ'লে বলেছিলেন—“বাছা, তোমার কাব্যখানি আর কিছুদিন আগে যদি হাতে পেতাম, তা হ'লে আমার “কাব্যপ্রকাশ” গ্রন্থে অলঙ্কারের দোষ নির্ণয় পরিচ্ছেদ লেখার সময়, আমাকে কষ্ট ক'বে নানা লেখকের নানা কাব্য পড়তে হ'ত না। এক তোমার পুঁথিখানি থেকেই সব বকম অলঙ্কার দোষের উদাহরণ মিলত।” মধুর মেঘনাদবধ কাব্যও তো ঐ বকমই বঙ্গভাষার একখানি পাণ্ডিত্যের ধ্বজা।

পণ্ডিত। কি জানি হবপ্রসন্ন, বুড়ো হয়েছি—চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে—তাই বোধ হয় আমি মধুর বচনার দোষ দেখতে পাইনা। মেঘনাদবধ কাব্যের জলদ নির্যাস আমার কানের ভেতর দিয়ে যখনি ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, তখনি যেন আমার ঘোলাটে চোখে হাবানো দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসে হবপ্রসন্ন! সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি, মধুর কণ্ঠে সেই সমুদ্র-গর্জন শুনে যেন অনেক দিনের ঘুমন্ত বাঙালী জাতি একসঙ্গে জেগে উঠেছে—ভাষায় ভাবে জীবনের প্রতি পথে—বাঙালী আবার নূতন পৌরুষ অর্জন করেছে।—আমার মধু বাঙালীকে আবার মানুষ হবার জন্তে ডাক দিয়েছে।

হর। তা তো বটেই—নিজের দেশ ত্যাগ করল—বাপ-মাকে ত্যাগ করল—সনাতন ধর্মকে ত্যাগ কবে খ্রীষ্টান হ'ল—মল্লম্বের এত বড় সব উদাহরণ উপস্থিত করেও আপনার মধু বাঙালীকে মানুষ কববে না।

পণ্ডিত। হবপ্রসন্ন, তোর দুটো হাত ধরছি বাবা,—মধুর কথা তোরা

অমন কবে বলিসনি—সে আমি সইতে পারি না। (যাইতে যাইতে) ওবে, তাকে আমাদের ভেতর থেকে হারানো খুব উল্লাসের কথা নয় রে হতভাগা,—খুব উল্লাসের কথা নয়।

[চোখের জল চাপিয়া বুদ্ধ-পণ্ডিত ছুটয়া পলাইলেন।]

হর। মরেছে—মবেছে—বাহাতুবে বুড়ো—

[চাপকান...তাব ওপর বহুমুলা কান্নারী
শাল ও মাথায় শামলা পবিহিত বমণী-
মোহনের প্রবেশ]

বমণী। পণ্ডিতমশাই—ও পণ্ডিতমশাই—

হব। এই যে বমণীমোহন বাবু—

বমণী। হুঁ—পণ্ডিতমশাইকে একবার—

হব। উনি বেগে কাঁই হোয়ে চলে গেলেন—ওঁকে ফেরাতে পারবে না। কিন্তু তুমি যাচ্ছ কোথায়?

বমণী। হাওয়া খেতে বেরিয়েছি—

হব। বটে? এই চাপকান, শাল, মাথায় শামলা চড়িয়ে, গাঁয়ের মেঠো বাস্তায় কি লাটসাহেবের দরবার কর্ত্তে বেরিয়েছো?

বমণী। কি জানেন! রাজনাবাণ দত্তের বিষয়ের মালিক হয়েছি সত্য, কিন্তু যতদিন যাচ্ছে...এক একটা কবে অংশীদার গজাচ্ছে। বাড়ীতে ফেলে এলে অন্য অংশীদারেরা যদি নিয়ে নেয়—তাই এগুলো পবেই বেবিয়ে পড়া হল!

[রাজনারায়ণ দত্তের বিষয়ে অংশীদার
শুনিয়া হরপ্রসন্নের মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি
ফুটিল]

হর । ওঃ রাজনারায়ণ দত্তের বিষয় ? তার অনেক অংশীদার ।

[রমণীমোহন নিজের অধিকার প্রতিপন্ন
করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল]

রমণী । তা হতে পারে । কিন্তু আমি যে রাজনারায়ণ দত্তের আপন
পিস্তুতো ভাইয়ের খুড়োব ভাগ্নে জামাইয়ের ছেলে ।
বুঝেছেন, পাঁচভুতে লুটে-পুটে খাচ্ছে—খবর পোয় সেবার
খুলনা থেকে তাড়াতাড়ি চ'লে এসে দখল নিলাম ।

হর । তা বেশ ক'বেছ—কিন্তু এত বড় বিষয় পেয়েও এতদিনে
গ্রামস্থ পাঁচজন ভদ্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করালে না ভায়া !
আহা, রাজনারায়ণ দত্তের বড় ভাই বাধামোহন দত্তের যখন
ছেলে হ'ল—তাব কল্যাণে ১০৮ কালীপূজা হয়েছিল ।
তাতে ১০৮ টা মোষ, ১০৮ টা মেঘ, ১০৮ টা ছাগ এক সঙ্গে
বলি হ'ল—আর ১০৮ টা সোনার জবা দেবীর পায়ে অঞ্জলি
দেওয়া হ'ল । দত্তদের দানধ্যানের কথা এখনো দশ বিশ
গাঁয়েব লোক গল্প কবে ।

রমণী । আমিও আপনাদের ডেকে ওর চাইতে বৃহৎ বৃহৎ দানধ্যান
করব—সে আপনাদের দেখে নেবেন । ফ্যাসাদগুলো এখনো
মেটাতে পাচ্ছি না কি না ।

হর । কিসের ফ্যাসাদ ?

রমণী । বললুম যে—রামা, শ্রামা, যেদো, মেধো...এক একদিন এক

একটা করে অংশীদার ভোগদখল ক'রতে গজাচ্ছেন।
বাড়ীর উত্তর অংশের ঘরগুলি নিয়ে রাতদিন বাম-রাবণের
যুদ্ধ! এদিকে কোন ব্যাটা ভূতের ভয়ে আসে না; তাই
এখানে ভিডও নেই।

হর। হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি। ভেতবে নাকি রাত ভোব খড়মের
আওয়াজ সিঁড়ি দিয়ে মাহুবেব ওঠা নামা...

রমণী। ভূতের ভয়ে কেউ এদিকে আসে না। কেবল সেকলে
এক বুড়ো চাকর দেখা শোনা করে।

হর। হ্যাঁ হ্যাঁ, সে নিধে বেটা তো এখানে দিন বাত পড়ে
থাকে।

রমণী। সে না হয় গেল, এদিকে ভূতের দৌরাহু। কিন্তু উত্তরাংশেও
যে পঞ্চাশজনা জ্যাস্ত ভূতের উপদ্রব! ব্যাটাদের সন্নিবে
দিয়ে সমুদায় স্থাবর অস্থাবর যদি চটপট দখল নিয়ে নিতে
পারতুম—। [একটু থামিয়া চাপা গলায়] বলি, রাজ-
নারায়ণ দত্তের সে কুলাঙ্গার তো আব দেশে আসছে না!

হর। কে! রাজনারায়ণ দত্তের ছেলে—মধু? ক্ষেপেছ! সে আবার
কোন মুখে সাগরদাঁড়ী আসবে? সমাজ তা হ'লে দেখিয়ে
দেবে না? খ্রীষ্টান হ'য়ে আবাব এই গাঁয়ে ঢুকবে—

রমণী। গাঁয়ে না হয় ঢুকল, ক্ষতি কি? কিন্তু আমাদের বিষয় যদি
সে কখনও—

হর। যাক্ বিষয়। কিন্তু গাঁয়ে ঢোকা মানে—সমাজের অপমান—

রমণী। মরুক গে ছাই সমাজ—কিন্তু সে এলে—

হর। বটে! সমাজ মরবে—

রমণী । ই্যা, মল্লেরই বা—

হর । এত বড় আশ্পর্কার কথা । সমাজ মববে । সমাজের বুকে বসে এত বড় কথা । তোকে যদি—তোকে যদি আজই সমাজচ্যুত না করি—

রমণী । আরে, বেখে দাঁও তোমার সমাজ । বিষয় পেয়ে যখন নূতন জামা জুতো কিনব—তখন না হয় আব কিছু টাকা খরচ করে সমাজও কিনে নেব ।

হর । কি, সমাজ কিনবি । সমাজ তোর জামা জুতো !

রমণী । ই্যা, ছেঁড়া জুতো—

হর । তবে বে.. হতভাগা—

[হরপ্রসন্ন রমণীর শাল ধরিল]

রমণী । ছাড়ো, ছাড়ো, এটা যে অতি প্রাচীন । তাব চেয়ে দুটো চড মারো—

[অকস্মাৎ অদূর কাহাকে দেখিয়া
হরপ্রসন্নের মুখের হৃৎকার ক্রমে যুহু হইতে
যুহুতর হইয়া আসিল । সাহেবী পোষাক
পরিহিত নব্য দেশীয় যুগ্মান যুবক আর্ডেন
চাকভোর্টির প্রবেশ]

আর্ডেন । Ha ! Ha ! Ha ! Gentlemen, did I interrupt you in your noble mission ! I mean—আমি উপস্থিত হ'য়ে আপনাদের শুভ কাজে বাধা দিলুম নাকি !—
একি । এত ভয় পাচ্ছেন কেন ? Here's Scotch ..খেয়ে ফেলুন ভয় থাকবে না ।

[হরপ্রসন্ন নাকে চাদর দিলেন]

হব। আ-হা-হা। দুর্গা শ্রীহবি ..দুর্গা শ্রীহরি—

আর্ডেন। Coward। মাইকেল মধুসূদন দত্তের নিজ গ্রামের লোক
—আপনাবা এত অঙ্ককাবে কেন?

[মধুসূদন দত্তের নাম শুনিয়া রমণী-

মোহন খানিকটা আগাইয়া আসিল]

রমণী। মধুসূদন দত্তকে জানি সাহেব।

আর্ডেন। জানিনে। আমি যে তাঁবই কুটি মাখন খেয়ে তাঁরই
charityতে প্রতিপালিত হচ্ছি। আজ তাঁর birth day ;
তাই homage offer কবতে এসেছি।

হব। তুমি কে বাবা?

আর্ডেন। (হাস্য) I am Arden Chakvoty

হব। সে আবার কোন দেশী নাম?

আর্ডেন। অর্কেন্দু চক্রবর্তী .anglicised হয়ে Arden Chakvoty.

হব। বামুন?

আর্ডেন। No! আমি ভাবতীয় খ্রীষ্টিয়ান।

রমণী। নাও, সমাজ সামলাও এবাব ঠাকুর—

[হরপ্রসন্নকে সামনে ঠেলিয়া দিয়া

রমণীমোহনের প্রস্থান]

হব। খীষ্টেন! এ-এ গাঁয়ে খী-খীষ্টেন। গেল—জাত জন্ম—ধর্ম—
কর্ম সব গেল—সব গেল ..

(সভয়ে প্রস্থান)

আর্ডেন। What গেল। Stop gentlemen,—why are you
jumping like lambs।

[আর্ডেন হরপ্রসন্নকে অনুসরণ করিল।

একটু বাদে সেই জীর্ণ অটালিকার মধ্যে

হইতে মধুসূদনের পিতার আমলের বুড়ো
চাকর নিধি ও তাহার স্ত্রী টেপার মা
বাহিরে আসিল]

নিধু। হৈঃ হঠাৎ বেজায় ম্যাঘ করলো—ঝড় উঠবে নাকি? তুই
বাড়ী যা, টেপিব মা।

টেপিব মা। তয় তুইও চল।

নিধু। আমি যাই ক্যামন করে—ক দেহি? চাবদিক দিয়ে
শালারা শকুনিব মত কর্তার বিষয় সম্পত্তি ছেঁ। মারতি
চায়। খালি বাড়ী পাইয়ে দণ আবাগীব পুত উত্তর
দিকটা গেবাস কবছে, দক্ষিণ দিকে কর্তাব এই খাস-
কামবা কয়টা আছে। হালাবা ভূতিব ভয়ে এদিকে মাঝায়
না—তা না হইলে...

টেপিব মা। ভূতিব ভয়...ওবে বাবা।...

নিধু। অ টেপিব মা, ভূতির ভয়ে বাবা ক'লি কারে? অ্যা .

টেপিব মা। আউ কি ঘেরা...মুয়ে আগুন...মুয়ে আগুন ..

নিধু। হিঃ হিঃ হিঃ, যা এতোন বাড়ী যা।

[এই সময়ে আকাশে ঝড় জল ঘনাইয়া
আসিল)

টেপিব মা। ইস্। কি মোঘ কর্ছে! বিষ্টি আইল বুঝি।

নিধু। তাই ত দেখতেছি। তয় চল, খানিকডা বইসে যা—

(উভয়ে পুনরায় বাড়ীর মধ্যে গেল।
বাহিরে ঝড়ের গর্জন...বিদ্যুৎ চমকাইতে
।...লাগিল দৃশ্য ঘুরিয়া গেল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(মধুসূদনের পৈতৃক গৃহের অন্তর ।

এই ঘরে এককালে মধুসূদনের পিতা
রাজনারায়ণ দত্ত বসিতেন । এখন এ ঘরে
আসবাবপত্র কিছুই নাই । কেবল একখানা
ভাঙ্গা খাট, একটি দেওয়াজ ও একধারে একটি
কাঠের সিন্দুক পড়িয়া আছে । নিবি ও
টেপির মা প্রবেশ করিল)

টেপির মা । তাইতো কোই, —তারা যখন এদিকে আসছে না...

তোরই বা থাকাব দবকাব কি ?

নিধু । সে তুই বুঝবি না, টেপির মা ।

টেপির মা । কই-ই-না ।

নিধু । এই এতটুকুন কালেব থিক্যা ..তারে কোলে পিঠে কইরে
মামুষ কবিছি টেপির মা । আইজ তার জন্মদিন ; ভাবতে
চোখের জল আটকাইতে পারি না । সে নিখোজ হইয়া
বইল...কিন্তু পাঁচ শত্ৰুবে যাই কউক ..আমি কি তাবে
চিনিনে !

টেপির মা । কার কথা কইস্ ? কর্তাব ছাওয়াল মধু ?

নিধু । এই ভিটার মায়া সে কি ছাড়তি পারবে বে ! যেহানেই
যাউক, সে এক দিন ঘবে ফিৰ্যা আসবে । আইসো যদি
দ্যাছে যে—বাড়ীতে কর্তা নাই, মা ঠাবোন নাই, তার
পোড়া কপালে নিধেদাও নাই...বাড়ী ভক্তি ক্যাবল শেয়াল

কুকুবেৰ ম্যালা—তা হইলে তাৰ পেবাণ্ডা কি কৰবি
ক দিনি বড়। যক্ষ্ণেব মৃত বাইত পুৰী পাহাৰ দেই—
সে কেবল তাবই আশায়.. টেপিব ম্যা, কাশ্বল আমাৰ মধু
বাইডিৰ আশায়..

(জনৈক ভূতের ছুটিয়া প্রবেশ)

ভূতা। বাডীতে চো চুকিছে ! বাডীতে চো চুকিছে !
নিধু। চোব।
ভূতা। ঐ-ঐ বাগানেব মদি ! ইয়া মোটা.. গায়ে সাইবী কোজা
...হাতে বন্দুক।
নিধু। কোন দিকে ?
ভূতা। পাচীল টপকে এই দক্ষিণ দিকেই আসতিছে।

(ভয়ে টেপির মা নিধুর হাত টানিয়া ধরিল)

টেপির মা। পলাইয়া আয়—পলাইয়া আয় !
নিধু। না-না, আমাব হাত ছাড়...আমি দেখে আসি—
টেপির মা। না না .।
নিধু। আঃ ছাড়, নিধ্যা বড়া হইছে বাট, তাই বইল্যা রাজনারাণ
দত্তেব বাডীতে চোব ঢুকবি। দেহি আমি ..তাব কত
বড বুকেব ছাতি...ছাড় .ছাড়—

(ছুটিয়া প্রস্থান)

টেপীর মা। ওরে ও গণশা। ধর না। উয়ারে মাইরা ফেলাবে যে।
তাব হাতে বন্দুক দেখছিস তো ?
ভূতা। হ, ...বন্দুক দেহাব জন্মি আমি দাড়াই আর কি। সায়েবী

পষাক পরা একটা লোক ঢুকতি দেখলাম, আর এমনি
কইরে দেলাম—ছুট—ছুট—

(ছুটিয়া প্রস্থান)

টেপীব মা । ওই যে...পায়ির শব্দ ! ওরে বাবা, চোর বুঝি আইল রে
—চোর আইলো ।

(ঘোমটা টানিয়া গণ্ শাকে অসুন্দর)

(বাহিরে ঝড়জলের মাতামাতি ।...)

পিছনের দরজা দিয়া ঢুকিলেন মধুসূদন ।
সাহেবী স্টাট পরা, ওপরে রেইন কোট,
মাথার টুপি সামনের দিকে টানিয়া দেওয়া
হইয়াছে, মুখ দেখা যায় না । ঘরে
ঢুকিয়া, যে পথে নিধু প্রভৃতি প্রস্থান করি-
য়াছে সেই দিকের কপাট বন্ধ করিলেন ।
কপাটে হেলান দিয়া দাঁড়াইলেন)

মধু । [চাপা গলায়] A thief ! An intruder ! বাড়ীতে
ঢুকবার পর .আডাল হতে সবাব মুখে শুনছি ঐ এক কথা
...চোব...চোব এসেছে ।

(পকেট হইতে দেশলাই লইয়া পাইপ ধরাইলেন)

আমায় জানে না, তাই জানিয়ে দেবো এবাব, এ বাড়ীতে
আমার কি অধিকাব !...But the sound of those
mysterious footsteps ! একটু আসে . আবার থেমে
যায় । ও আওয়াজ তো আমি চিনি ।

(বাহিরে ঝড়ের আওয়াজ শোনা গেল)

ঐ ঝড়ের শব্দ । আরও কাছে ..No—no—it can't
be...It is a mere fantasy ।

(বাহিরে আবার খড়মের আওরাজ ! ..
আওরাজ আরও কাছে আসিল ।.....মুখ
হইতে পাইপ পড়িয়া গেল ।)

মধু । Hey ! Go away Go away ! I am not a
thief ! I am not an intruder.

(অকস্মাৎ দরজার কালো পর্দা সরাইয়া
রাজনারায়ণ দত্তেব প্রবেশ)

রাজ । You are !

মধু । Am I !

রাজ । Yes...you are .

মধু । Father !

রাজ । কেন এসেছা এ বাড়ীতে ।

মধু । আজ আমার জন্মদিন—দূবে থাকতে পারলুম না । প্রাণ
কেন্দ্রে উঠল—জন্মভূমিকে দেখতে—আপনাকে, মাকে প্রণাম
করতে—

রাজ । প্রণাম কর্তে । কোন পরিচয়ে...কোন অধিকারে—প্রণাম
কর্তে এসেছ ।

মধু । আমি আপনার পুত্র ।

রাজ । Shut up ! পুত্র । সে অধিকার থেকে নিজেকে বঞ্চিত
করেছ ।

মধু । Father—Father !

রাজ । Get out ! Get out—

(দয়জা দেখাইয়া দিলেন । মধু টুপী
তুলিয়া লইলেন । বাইরে যাইবার জন্ত
অগ্রসব হইলেন । এই সময় জাহ্নবী দেবী
আসিয়া দাঁড়াইলেন)

জাহ্নবী । মধু ..আমাব মধু ।

মধু । মা ।

জাহ্নবী । আয়, আমার মধু...আমাব হাবানিধি । আমাব বুকে
আয়—

বাজ । সে হবে না । সবে এসো জাহ্নবী...এসো ।

(আদেশ অমান্য করিবার শক্তি
জাহ্নবীর রহিল না । তিনি কিরিয়া আসিয়া
রাজনারায়ণের পার্শ্বে দাঁড়াইলেন)

রাজ । বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়ে তুমি কলকাতায় পাত্রীদের
কাছে খ্রীষ্টধর্ম নিয়েছ । তা বলে মনে করোনা যে...
তোমাব মত সম্ভান হাবিয়ে রাজনাবাণ দত্ত ধৈর্য্য
হাবিয়েছে । সে ধৈর্য্য হারায় তখন--যখন কেউ তার
অবাধ্য হ'য়ে...তাব উঁচু মাথা নীচু ক'বে দিতে চায় ।
তুমি...তুমি আমাব বংশের কলঙ্ক—তোমা দ্বাবা আমার
সেই অপমান হয়েছে ।

মধু । বাবা—

বাজ । হাঁক দিয়ে বিশ গাঁয়ের লেঠেল ঢালী তলব কবেছিলাম ..
ঐ ফিবিজি মিশনাবীদের হাত থেকে তোমাকে পাকড়াও
কবে আনবার জন্ত—

- মধু। --তাবা আপনাব প্রতিপত্তি জানতো। তাই হাঙ্গামার
ভয়ে.. আমায় তাবা ফোর্ট উইলিয়ম কেল্লাব মধ্যে লুকিয়ে
বেথেছিল।
- রাজ। কিন্তু আজ? আজ তোমাকে কোন ফিরিঙ্গি লুকিয়ে
রাখবে শুনি!
- মধু। আপনি কি কর্তে চান?
- রাজ। তোমাকে দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত কবাত্তে চাই। ধর্মত্যাগ কবে
যে পাপ ক'বেছ—
- মধু। আমি কোন পাপ কবিনি।
- জাহ। মধু, চূপ কব.. তুই চূপ কব।
- মধু। না, আমি কোন পাপ কবিনি।
- রাজ। তোমাব পৈতৃক ধর্মকে—হিন্দুব সনাতন ধর্মকে ত্যাগ
কবে.. তুমি তাকে অপমান কবনি।
- মধু। না। যে ধর্ম সনাতন—সে চিব-পবিত্র শাস্ত্রত। কোন
অপমানই তাকে স্পর্শ কবে না। রুচী ও স্বার্থ
অনুসাবে মানুষ ধর্ম বেছে নেয়—আমি খ্রীষ্টধর্ম
নিয়েছি।
- রাজ। তোমাকে খ্রীষ্ট ভজালো—ধর্মের রুচী না স্বার্থ?
- মধু। রুচী ছিল, স্বার্থ ছিল না বললে মিছে কথা বলা হবে।
ওরা বলেছিল, খ্রীষ্টান হ'লে আমার বিলেত যাওয়ার
সুবিধা হবে। আমার অনেক কালের স্বপ্ন, আমি ইউরোপ
দেখব।
- জাহ। সে কথা সত্যি। ছেলেবেলা কলকাতা দেখে ও আমায়

বলতো .মা, যারা অন্নের দেশকে এমন সুন্দর করে
সাজায়, না জানি তাদের নিজের দেশ আরও কত
সুন্দর !

মধু। আমার সে সাধ পূর্ণ হয়েছে মা । আমি ইংলণ্ড দেখেছি—
জার্মানী দেখেছি—ফ্রান্স দেখেছি । Ah · Europe!
The land of my beloved Poets ! Europe !
The land of Shakespeare, Dante, Milton and
Byron ! My life's dream—

বাজ । Has not your dream betrayed you ! বড শাস্তি
পেয়েছ বিলাত গিয়ে...না ?

মধু। Now I am the master of six European
languages Father ! English, Latin, Greek,
French, German and Italian !

জাহ্নবী । ও কি বলে ? ও কি বলে ?

রাজ । তোমার ছেলেব কীর্তি ! সংস্কৃত, পারসী, হিব্রু, তেলগু,
তামিল, হিন্দুস্থানী—আব ইংবেজী, বাংলা এই আটটি ভাষা
তো জানেই...তার ওপর বিলেত গিয়ে শিখে এসেছে...
লাটিন, গ্রীক, ফ্রেন্স, জার্মানী, আর ইতালীয়ান । তের
দেশের তেরটি ভাষায় সুপণ্ডিত তোমাব ছেলে ।

জাহ্নবী । তবে তুমি মধুর ওপর রাগ কর কেন ? তারা
ওর বিলেত যাবার সুবিধে করে দিয়েছিল, সেই জন্তেই ত
মধু...

রাজ । সেই জন্তেই মধু আজ জগজ্জয়ী পণ্ডিত...কেমন ? তোমার

মধুকে জিজ্ঞেস কব... তারা মধুকে বিলেত নিয়ে বড় স্তখে
রেখেছিল বড় স্তখে রেখেছিল! (মধুসূদনকে সামনেব
দেবাজ দেখাইলেন) এ ড্রয়াব খুলে দেখতো।

মধু। এ কি! আমার লেখা চিঠি! বিজ্ঞাসাগর মশাইএব
কাছে. .

রাজ। পড—কি লিখেছ...

মধু। (চিঠিব তাড়া লইয়া পড়িতে লাগিলেন) Just two
years ago I left Calcutta How little did I
think that I shall be subjected to such
degradation and suffering! I am going to a
French jail—you are the only friend who
can rescue me from the painful position to
which I have been brought.

জাহ্নবী। মানে কি?

মধু। (চিঠি পুনঃ ড্রয়াবে বাখিলেন) আমি বিলেত গিয়ে
অনাহারে মরতে বসেছিলাম—বিজ্ঞাসাগর মশাইয়ের
কাছে তাই সাহায্য চেয়ে এ চিঠি লিখেছিলাম—

বাজ। দেনার দায়ে তোমার ছেলেকে তারা জেলে পুরে দিতে
চেয়েছিল। তাকে বাঁচিয়েছে—ওব সেই খুষ্টান বন্ধু, যারা
ওকে গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নিয়েছিল—তারা নয়,
তোমার ধর্মত্যাগী ছেলেকে বাঁচিয়েছে স্বধর্মনিষ্ঠ পণ্ডিত
ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞাসাগর।

মধু । শুধু বিজ্ঞানাগর নন—তিনি করুণাগর । তাঁর ঋণ এ জীবনে শুধতে পারবো না ।

জাহ্নবী । মধু, তোব মুখ শুকিয়ে গেছে । তোর সেই বড় বড় উজ্জল চোখ দুটির নীচে কে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে । কপালে মোটা মোটা দাগ পড়েছে । তুই আমার কাছে লুকুসনে মধু . ওরে, সত্যি কবে বল—এ চেহারা হ'ল কেন তোব ?

মধু । আমার বড় অর্থাভাব মা ।

জাহ্নবী । যা ভয় করেছি আমি । ওগো, শুনলে । আমার মধু— একদিন যাব একাব জন্তু চার পাঁচ জন চাকর খাটতো . সে আজ টাকার অভাবে কষ্ট পাচ্ছে ।

বাজ । কে মাথার দিব্যি দিয়েছে ওকে কষ্ট পেতে ? ওর কিসের অভাব ছিল জাহ্নবী ?

জাহ্নবী । তুমি রাগ কোরো না । ওকে গ্রহণ কব, তোমার পায়ে পড়ি ।

বাজ । গ্রহণ কবব . ও প্রায়শ্চিত্ত করুক, আর আমার আদেশমত বিবাহ করুক ।

জাহ্নবী । তাই কব মধু, তাই কব—

মধু । প্রায়শ্চিত্ত । সে তো বলেছি...আমি নিপ্পাপ, প্রায়শ্চিত্ত কবতে পারবো না—

জাহ্নবী । মধু—মধু—

মধু । আপনার বিচারে . হিন্দুধর্ম ত্যাগ কবে যদি হিন্দুধর্মকে

অপমান করে থাকি, তাহলে—আবার খুঁটান ধর্মকে ত্যাগ
কবলে—সে ধর্মেরও অপমান হবে না ?

জাহ্নবী । মধু, মধু, তর্ক কবিস নে, আমাব মুখ চা তুই—

মধু । আর—আব—বিবাহ ! আমাব স্ত্রী বর্তমান ।

জাহ্নবী । অঁ্যা.. স্ত্রী বর্তমান !

রাজ । কোন বংশেব কত্তা ?

মধু । যুবোপীষ মহিলা, নাম হেনরিয়েটা সোফিয়া ।

জাহ্নবী । অঁ্যা—মেম বিয়ে কবলি তুই ।

[রাজনারায়ণ দত্তের কাঁধের ওপর
মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন]

মধু । মা—মা । (ধবিতে গেলেন)

রাজ । বাস । Don't touch her. আমি আজও ভেঙ্গে
পড়িনি । একে নিয়ে যাবার ক্ষমতা আমাব আছে ,
তোমার সাহায্যের প্রয়োজন নেই ।

মধু । আমাব মা মুচ্ছিতা, মাকে একটীবাব, শুধু একটীবাব—
Father ! Please, don't be cruel.

রাজ । Cruel ! yes ! your father is cruel...cruel
like a stone. [চলিতে চলিতে ফিবিয়া] ছেলে যদি
অতি বড় শত্রুর কাজ কবে—বাপ-মা তবু তার অমঙ্গল
কামনা করে না , কিন্তু ভাঙ্গা পাঁজরের ভেতর দিয়ে তাদের
চাপা দীর্ঘশ্বাস জোব ক'বে বেরিয়ে আসে যখন, তার
ছোঁয়া লেগে যে হতভাগা ছেলের—আর কোন কল্যাণ
হ'তে পারে না । তোব পরিণাম ভেবে আমি শিউবে

উষ্টি—তোব ভবিষ্যৎ জীবনের দারুণ অভিশাপ স্মরণ করে আমার চোখ বাপসা হয়ে আসে—বাপসা হ'য়ে আসে।

[জাহ্নবীকে লইয়া পর্দার ওপাশে চলিয়া গেলেন। কালো পর্দার ভিতর দিয়া শুধু তাঁহার প্রসারিত বাহু যেন মধুর অভিশপ্ত ভবিষ্যৎ পানে ইঙ্গিত করিতে লাগিল]

মধু। বাবা,—বাবা,—আমায় একা ফেলে যাবেন না। আমি আপনাব কাছে ফিরে আসবো, আমি মার কাছে ফিরে আসবো। বাবা—বাবা—বাবা।

[বাহিরে বজ্রপাত ধ্বনি। মধু গড়িয়া গেলেন। চীৎকার শুনিয়া নিধে আলো লইয়া ছুটিয়া আসিল। মধু উঠিয়া বসিলেন]

নিধে। কিসেব শব্দ? কে ডাকলো! মধু দাদা! তুমি আইছ .
মধুদাদা—

মধু। এসেছি। কোথায়।

নিধে। তোমাব বাড়ী—

মধু। আমার বাড়ী।

নিধে। হ—মাগবদাঁড়ী গাঁয়ে।

মধু। ওঃ। (চারদিকে চাহিয়া) এঘরে বাবা বসতেন! বাবা, বাবা কোথায় গেলেন। বাবা,—বাবা,...

নিধে। কর্তাবাবু! কর্তাবাবু যে অনেকদিন—এক যুগেরও বেশী সগ্গে গেছেন—

মধু। মা!

নিধে। মাঠাকরুণ তাবও আগে। আপনি তখন মাস্ত্রাজে...না আর কোথায়।

মধু। ওঃ! না না—আমি দেখেছি, বাবা যে আমায় ঐ ড্রয়ার থেকে আমার চিঠি। [ড্রয়ার খুলিয়া আব চিঠি পাইলেন না] একি। চিঠি কোথায় গেল?

নিধে। মধুদা

মধু। আমি স্পষ্ট দেখেছি..বাবা এসেছিলেন...মা এসেছিলেন। তাঁরা এইমাত্র আমায় কাছে ছিলেন—ঐদিকে—ঐদিকে গেছেন—

[পর্দা সবাইলেন দেখা গেল, পার্শ্বের কক্ষে দুইখানি তৈলচিত্র রাজনারায়ণ ও জাহ্নবী দেবীর...চোখে যেন আগুনের শিখা]

মধু। হু'চোখ জল জল করছে। আগুন ঠিকবে পড়ছে—
Oh! Impossible to bear this horrible sight!

[ভীত ব্রজভাবে বাহিরে যাইতে-
ছিলেন। আর্ডেন আসিয়া তাঁহাকে ধরিল]

আর্ডেন। কোথায় যাচ্ছেন? There's cyclone outside।

মধু। No—No! cyclone—বাইবে নয়। Cyclone ভিতরে। Look! Look there...those cursing eyes!

[সেই তৈলচিত্রের পানে অঙ্গুলী
সঙ্কেত করিলেন। দৃশ্য ঘুরিয়া গেল]

তৃতীয় দৃশ্য

[কলিকাতার মাইকেলের গৃহের
ফটক। দরজার name plate-এ লেখা
“Michāel M S Dutt, Bar-at-Law
ফটকের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল... মাণিক
পাট্টাদার ও বনোয়ারী দালাল]

মাণিক। এই কুঠী ?

বনোয়ারী। হাঁ, এই তো লেখা রয়েছে—“মাইকেল এম্. এস্. ডাট্...
বার-এট-ল।”

মাণিক। দাত ! দাতেব ডাক্তাব নাকি ?

বনোয়ারী। না হে পাট্টাদাব—দাঁতেব ডাক্তাব নয়—ব্যাবিষ্টার—
ব্যাবিষ্টার। নাম হল মাইকেল মধুসূদন দত্ত...
ইংবেজীতে সংক্ষেপে লেখা হয়েছে “মাইকেল এম্,
এস্, দাত”—

মাণিক। তা তোমাব দাতের কুঠী খুজতি আইস্যা আমার তো
জিভ বাবাইয়া পডল। শ্রাষে কুঠী পাইলাম সইতা, কিন্তু
দাতেব টিহিডা পর্যন্ত দেখতেছিলা।

[এই সময় মধুসূদনের খানসামা বাড়ীর
বাহিরে আসিতেছিল। হঠাৎ দুটি লোককে
বাড়ীর সামনে দেখিয়া পাণ্ডাদার মনে

করিয়া সন্তরে ভিতরে চলিয়া গেল এবং
কপাট বন্ধ করিয়া ফাঁক দিয়া উদ্দামগকে
দেখিতে লাগিল]

বনো । চূপ্, চূপ্—

মানিক । কী—দাত না কি ?

বনো । দাত নয় হে, দাড়ি—দাড়ি ! দাত সাহেবেব খানসামা ।
ও খানসামা হজুর, খানসামা হজুব—

খান । [কপাটের ফাঁক হইতে] আজ নয়, কাল এসো—সাহেব
কুঠীতে নাই ।

বনো । ওহে, শোনো শোনো—

[এইবার কপাট আর একটু ফাঁক
হইল]

বনো । সায়েব কুঠীতে নেই, কিন্তু যস্তোর বাজায় কে ?

খান । তা দিয়ে তোমাব দরকাব কিহে ? ও যস্তোরে গানের
আওয়াজ বেবোয—টাকার আওয়াজ বেরোয় না । যাও ..
যাও আজ আব টাকা ঠাকা হবে না ।

বনো । কিন্তু আমবা তো পাওনাদার নই—

খান । উহ, পাওনাদাব নও ! আমার সঙ্গে চালাকী ! এ কুঠীতে
পাওনাদাব ছাড়া আজ পর্যন্ত একটা প্রাণীও আসেনি ।
কেউ পাওনা টাকা চায়, কেউ মেয়েব বিয়েব টাকা চায়,
কেউ বা মজলিসের টাকা চায় । সব শালার মুখে কেবল
“দাও আব দাও” । কিন্তু শুনে যাও মশাইরা,

আজ আর সুবিধে হবে না, সায়েব এখন ক'লকাতার বাইরে।

বনো। ক'লকাতার বাইরে! কিন্তু আমরা যে টাকা ধার দিতে এসেছিলাম।

খান। অ্যা! ধাব দিতে এসেছ।

[কপাট খুলিয়া ফেলিয়া বিশ্বয়ে প্রায়
হাঁ করিল।)

বনো। হ্যাঁ, দত্তসায়েব বলেছিলেন টাকার দবকাব, তাই মহাজন
মাণিক পাট্টাদারকে নিয়ে—

[খানসামার গলার চড়া আওয়াজ
এবার বড় কোমল হইল। সে তাহাদিগকে
অভ্যর্থনা করিতে বাস্তব হইয়া পড়িল]

খান। বলেন কি! ভেতবে চলুন...বসবেন চলুন...

মাণিক। আর বইয়া কি হবে! সায়েবই যাহান কইলকাতার
বাইবে—

খান। আজ্ঞে, না। কোন শালা বলে বাইবে! তিনি ভেতরে
বসে পিয়ানো বাজাচ্ছেন। আসুন, আসুন—

[খানসামা তাহাদের ভিতরে লইয়া গেল।]

দৃশ্য ঘুরিয়া গেল।

চতুর্থ দৃশ্য

মধুসূদনের লাইব্রেরী গৃহ। খানসামা
বনোয়ারী ও মানিক পাট্টাদারকে এই কক্ষে
আনিয়া বসাইল।

খান। আপনারা বহুদূর আমি ছুটে গিয়ে সায়েবকে খবর দিচ্ছি।

[খানসামার প্রশ্ন।

মানিক। ও বটেনারী ভাই, কাণ্ডা কবলা কি কও দেহি। বাড়ী
থাক্তে পাওনাদাবেব জালাষ কইয়া পাঠায় “বাড়ীতে
নাই”—তারে টাহা খাব দেওয়াও যাগাঙের জলে ফিক্যা
ফ্যালানও তা।...ও টাহা কি আব আদায় হবে?

বনো। কিছু ভেবোনা পাট্টাদাব,—দরোয়ান, খানসামারা ওই
বকম বলে। কিন্তু ব’লে দিলাম তোমায়—দত্ত সায়েব
কারও এক পয়সা মারবে না। সাগবদাঁড়ীৰ ডাকসাইটে
দত্ত পরিবারেব ছেলে, খামোখা থিষ্টান হলো, ফিরিজি মেম
বিয়ে কবলো,—বিলেতে গেল—তাই না আজ ওর এই
জুর্দশা। কিন্তু এত যে কষ্ট—তবু দান ধ্যানের কমতি নেই!
... দিয়েই ফতুর হ’ল পাট্টাদাব,—লোকটা দিয়েই ফতুর
হ’ল—

মানিক। ফতুর হইলে আমার ট্যাহার কি হবে?

বনো। টাকায় দুই আনা স্তদ হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে নাও।

মানিক। দেউলে হয় যদি—

বনো । ভয় নেই, ভাঙবে তবু মচকাবে না । ও কখন দেউলে
খাতায় নাম লেখাবে না । ..[পায়েব আওয়াজ পাইয়া সন্ত্রস্থ
হইয়া উঠিল] চুপ চুপ...দত্তসাহেব এসে পড়েছেন !

(মধুসূদনের প্রবেশ)

মধু । Good Evening Gentlemen !

উভয়ে । আস্থন, আস্থন,—দত্তসাহেব—

মধু । মিঃ বনোয়াবীলাল,—ইনি ?

বনো । আজ্ঞে, মানিক পাট্টাদাব,—টাকা দাদনেব ব্যবসায়—

মধু । Oh, I see ! Come Heavenly Muse ! I mean—
মিঃ পাট্টাদাব, আপনাব পদার্পণে আমার সুসময়ের সূচনা
কর্ছে । আমার অর্থ নাই, আপনাব অনেক আছে ।
তাই কিছু ঋণ দান করবেন প্রত্যাশা করি ।

মানিক । আইজ্ঞা, তা দিবাব জগুইতো আসা হইছে । যোগ্য বন্ধক
পাইলেই—

মধু । বন্ধক ! My word আমার মুখেব কথা—

মানিক । আইজ্ঞা, ক্যাবল মুখের কথা নয়—

মধু । কিন্তু আবতো কিছু নেই আমাব । বাড়ী, ঘর, সম্পত্তি,
সব পাণ্ডনাদাবেব কবলে ।

মানিক । এক্কাবে সব খাইছেন । মায় এই পুস্তকের দোকান খান
শুদ্ধ ।

মধু । দোকান । You mean my Library । এটা আমাব
পডবার ঘর, দোকান নয়—

[কথা শুনিয়া মাণিক বিষ্ময়ে হাঁ
করিল ।...]

মাণিক । কয়েন কি । এত ক্যাতাব—ক্যাবল পড়নের জন্তে ।
বান্ধালা রামায়ণ, মহাভাবতও জাখতেছি । সায়েব তয়
বান্ধালাও পড়েন ।

বনো । তুমি বলো কি পাট্টাদার ! ইনি যে মস্ত কবি । মেঘনাদ-
বধ কাব্যেব বচয়িতা—

মাণিক । অ্যা ! ম্যাগনাদ ।

“বাবণ শস্তর মম, ম্যাগনাদ স্বামী,
আমি কি ডরাই কভু ভিখারী বাঘবে”—

তা-ও এই সায়েবে ল্যাখ্ছে । ..ও সায়েব, জাইত
খোয়াইয়া, কোর্তা প্যাংলুন পইব্যা তুমি ওয়া ল্যাখল্যা
ক্যান্নায় ?—

মধু । হাঃ—হাঃ—হাঃ.. মিঃ পাট্টাদাব,—কাব্য সৃষ্টি করে মন ।
সেই মনের কোন জাত নেই—তাই জাত যাবারও ভয়
নেই ।

মাণিক । সায়েব—

মধু । সে কথা থাক । মিঃ পাট্টাদাব, আমাব বড অর্থাভাব ।
হাওনোট আগেই তৈবী কবে এনেছি—টাকায় চার আনা
সুদ ।

মাণিক । চাইর আনা টায়া প্রতি— ।

বনো । (চাপা গলায় জনান্তিকে) এ সুযোগ ছেড় না পাট্টাদার !

১ মধু । আপনি স্বীকার ?

মাণিক । আইজা, হেঃ—হেঃ—হেঃ—আপনি ট্যাহা নিবেন—তাথে
আর কথা কি ? ছান ছাণনোট ছান—ট্যাহা চাইর শো
বুইঝা ছান—

[মাণিক ছাণনোট লইয়া মধুসুদনের
হাতে চার শ টাকা দিল]

মধু । Thank you my friend । আমি যে কত উপকৃত,
ভাষায় বোঝাতে পারব না ।

মাণিক । আইছা, নমস্কার—

মধু । Adieu, adieu—

[মাণিকের প্রস্থান]

বনো । হুজুর, আমাব দালানী বিদায়—

মধু । Oh, sure,—এই একশো টাকার নোট ভাঙ্গিয়ে তোমার
যা প্রয়োজন—

[বনোয়ারীর হাতে একশো টাকার নোট
দিলেন । বনোয়ারী তাহা লইয়া কিন্তু-কিন্তু
ভাবে বলিল—

বনো । আজ্ঞে, বড অভাবেব সংসাব । অনেকগুলি পোস্তা !

মধু । তবে থাক, নোট আর ভাঙ্গিও না, গোটাটাই নিয়ে নিও ।

বনো । আজ্ঞে ।—

[বনোয়ারীর প্রস্থান ।...বাহির হইতে
কাহার গানের আওয়াজ শোনা গেল—

“কুটিছে কুসুম কুল মঞ্জু কুঞ্জ বনেরে যথা গুণমণি”

মধু। By Jove ! আমার “ব্রজানন্দ” গান ! কে গায় ?

(পুনঃ গীত)

“হেবি মোর শ্রাম চাঁদে পীবিতিব ফুল ফাঁদে পাতিছে ধরণী”

মধু। ও...সেই বুড়ো বাউলটা—

[সহসা ভয়ানক গোলমাল উঠিল—

“গেল, গেল” --“জল, জল”...“এই বরফ
আছে”,...“এই বরফ আছে”। সেই

কোলাহলে গানের ধনি থানিবা গেল।]

মধু। কি হল—কি হল ?

[শব্দ লক্ষ্য করিয়া বাহিরে গেলেন।

[দৃশ্য ঘুরিয়া গেল।

পঞ্চম দৃশ্য

মধুসূদনের বসিবার ঘর

হেনরিয়েটা ও রমলা । রমলা পিয়ানোতে
বসিয়া হেনরিয়েটাকে বাংলা গান শিখাইতে
ছেন ।

রমলা । মিসেস Dutt !

হেনরিয়েটা । 'আমি গান শিখছি...অথচ এমনি মজা...বাত্রে যে কি
দিষে ওঁর ডিনাব হবে—তাব কিছু ঠিক নেই ! সাবা
বাড়ী খুঁজলে না মিলবে একটা পয়সা ..না কোন খাবার
জিনিষ ।

রমলা । মিসেস Dutt । আজ তাহলে গান থাক না ।

হেন । না...না । গান শিখতেই হবে । ডিনার একভাবে ভগবান
হয়তো জুটিয়ে দেবেন । ডিনারের পর আমাব গান,
টেবিলে ফ্লাওয়ার ভাস্‌ভি ফুল । এব যে কোন একটীর
অভাব হ'লে উনি আহত হবেন । ওঁ'র যখন যেটা চাই,
আমায় যোগাড় রাখতেই হবে ।

রমলা । মিসেস Dutt ।

হেন । He is a man of dreamland ! বাস্তব জগতের কুট-
আঘাত, পাছে ওঁর স্বপ্ন ভেঙ্গে দেয়, তাই ওঁকে সন্তর্পণে

আড়াল কবে বাথতে হয় আমায়।...কিন্তু যাক সে কথা,
তুমি গান গাও বমলা।

রমলা। তা হলে কৃষ্ণ চুড়ার গানটা গাই, আসুন।

হেন। হ্যাঁ, সেই ভাল। আজকে ..(হঠাৎ বমলার চোখে চোখ
পড়িতে হেনরিয়েটা বিস্মিত হইলেন) একি বমলা। এতক্ষণ
ভাল করে লক্ষ্য করিনি! তোমায় এমন শুকনো দেখাচ্ছে
কেন বলতো?

রমলা। আমায়!

হেন। মিষ্টাব আর্ডেনেব সঙ্গে ঝগড়া হ'য়েছে নাকি?

রমলা। না। না—

হেন। তবে কি হয়েছে তোমাব?

রমলা। তেমন কিছুতো হয়নি মিসেস—

হেন। আমায় লুকোচ্ছে। অবশ্য যদি কিছু private হয়—জিজ্ঞেস
করো না আব।

রমলা। আপনি রাগ করবেন না মিসেস ডাউ! সত্যি বলছি,
আপনাকে যদি বলতে পাবতুম নিশ্চয় বলতুম। তেমন
কতবার বলেওছি। কিন্তু এবাব দুঃখের লাঘব হবে না—
মিছামিছি আপনাকেও দুঃখ দেব।

হেন। রমলা।

রমলা। আপনি ববং গান শিখুন—

[আর্ডেন উকি মারিয়া বলিল]

আর্ডেন। রমোলা! এক মিনিট যদি এদিকে—

রমলা । মিঃ আর্ডেন ।
 হেন । (হাসিয়া) যাও ! দেখ, হয়তো মিঃ আর্ডেন তোমার
 দুঃখের বোঝাব খানিকটা অংশ নিতে পারেন ।
 রমলা । আপনি একটু বসুন ববং ঐ গানটি practice করুন ।
 আমি এফুনি আসছি । গানের খাতা দিয়ে যাবো ?
 হেন । যাও না—আজ্ঞা আব গান শেখাতে হবে না ! আজ
 যতক্ষণ তোমার খুসী—ছুটি মঞ্জুর ।

(রমলার প্রস্থান । হেনরিয়েটা স্মিত-
 হাস্যে সেইদিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া
 রহিলেন । পরে গান ধরিলেন—)

(হেনরিয়েটার গান)

কৃষ্ণচূড়া, কৃষ্ণচূড়া ফুল দেখ লো সজনি ।
 এই যে কুসুম শিবোপবে পবেছি যতনে
 মম শ্রামচূড়া রূপ ধবে এ ফুল রতনে ।
 বসুধা নিজ কুন্তলে পরেছিল কুতুহলে এ উজ্জল মণি,
 রাগে তাবে গালি দিয়া লয়েছি আমি কাড়িয়া
 মোর কৃষ্ণচূড়া কেন পরিবে ধবণী ॥

(গানের শেষে অ্যালবার্ট নেপোলিয়নের
 প্রবেশ... । মুখ শুকনো...গিছন হইতে
 সে আসিয়া হেনরিয়েটার গলা জড়াইয়া
 ধরিয়া ডাকিল)

অ্যালবার্ট । Mammy ! Mammy !

হেন । অ্যালবার্ট !

অ্যালবার্ট । বড্ড ক্ষিদে পাচ্ছে, কখন ডিনার হবে ?

(উপবাসী ছেলে আসিয়া আহাৰ্য্য চাহিতেছে । যথেষ্ট কিছু নাই । হেনরিয়েটার চোখে জল আসিল । তাহা লুকাইয়া ছেলেকে কোলে টানিয়া নিলেন)

হেন । ডিনার । ই্যা, একটু বাদেই হচ্ছে অ্যালবার্ট । এখন বড্ড হয়েছে তুমি । আচার ব্যবহার সব শিখতে হবে । ওঁকে ফেলে কি তোমায় আগে খেতে আছে ।

অ্যালবার্ট । (উঠিয়া) আচ্ছা ম্যামি, ক্ষিদে পেলেও খেতে চাইব না । কিন্তু এই দেখ ম্যামি, আমার সার্ট একদম ছিঁড়ে গেছে—আব গায়ে দেওয়া যায় না ।

হেন । এবার নূতন সার্ট পাবে অ্যালবার্ট । ওঁকে কে নাকি আজ চারশো টাকা ধাব দেবে বলেছে । টাকা নিয়ে এসেছে নীচের লাইব্রেরী ঘরে ।

অ্যালবার্ট । চীয়াবো ম্যামী । God bless that good fellow ! আর আমার জুতোও চাই একজোড়া—খাসা নূতন জুতো, দিদি যেমনটি সেবার মিন্টনকে কিনে দিয়েছিল ।

হেন । সব পাবে অ্যালবার্ট, টাকা এলেই সব পাবে ।

(নেপথ্যে মধুসূদনের গলার আওয়াজ শোনা গেল—)

নেপথ্যে মধু । টাকা—টাকা—টাকা । Every where the question of money.

(মাইকেলের সাজা পাইয়া হেনরিয়েটা অ্যালবার্টকে সরাইয়া দিলেন)

হেন। যাও অ্যালবার্ট, একটুখানি খেলা করবে।

(অ্যালবার্টের প্রস্থান। অমৃদিক
হইতে মধুসূদনের প্রবেশ)

মধু। But why ? কেন এই টাকার প্রয়োজন ? হেনবিয়েটা,
আমার বিশ্বাস, গোলাবারুদ যে আবিষ্কার ক'বেছিল—সেও
পৃথিবীর এত ক্ষতি করেনি—যত ক্ষতি করেছে সে, যে
প্রথমে টাকার আবিষ্কার কবো। পৃথিবীর মাঠ-ভরা
সোনার ফসল, বন-ভরা মিষ্টি ফল—তবু হাত বাড়িয়ে গ্রহণ
করতে পারি না, তার জন্যেও টাকার প্রয়োজন।
মরুকগে ছাই টাকার সংসার। হেনবিয়েটা, বড় পিপাসা—
Just a cup of tea please...ওকি চুপ ক'বে দাঁড়িয়ে
বইলে যে। চা নেই নাকি ?

হেন। না।

মধু। দোকান থেকে আনিবে নাও। Boy—Boy—

হেন। দোকানদার আর ধার দেবে না ব'লেছে।

মধু। ওঃ—

হেন। টাকা দাও—আনিবে নিচ্ছি।

মধু। টাকা। কোথায় পাব ?

হেন। ধার পেলে না বুঝি ?

মধু। পেয়েছিলাম—বনোয়ারীর বড় অভাব—তাকে দিলাম
একশো টাকা। তার পর সেই অন্ধ বাউল, মনে নাই,
যাকে আমি আমার ব্রজাঙ্গনার গান শিখিয়েছিলাম—সে
হঠাৎ পথের মোড়ে গাড়ী চাপা পড়ল ! Poor fellow !

ছনিয়ায় এক বুড়ো মা ছাড়া আর কেউ নেই। শুকে
হাসপাতালে পাঠাতে কিছু খবচ হ'ল। বাকী টাকাটা ওর
মাকেই পাঠিয়ে দিলাম। আহা! বেচারা কত দিনে স্বস্থ
হ'য়ে উঠবে কে জানে।

(গৌরদাস বসাকের প্রবেশ)

গৌরদাস। May I come in সাহেব? Good evening Mrs-
Dutt

মধু। হ্যালো Mr. Gourdass Bysack! The great
Deputy Magistrate! ছুঃখের নিদাঘ দিনেও এ মধু-
চক্রকে ত্যাগ কবতে পারলে না ভাই।

গৌর। Mrs. Dutt, আপনার কাছে এক গুরুতর অভিযোগ নিস্ক্রে
এসেছি মধুর নামে।

হেন। (হাসিয়া) কি অভিযোগ বলুন।

মধু। Against Madhu! Or rather say—Honey pot
without honey—মধুহীন মধুপাত্র।

গৌর। বাক্য মধুতে তুমি Shakespeare, Miltonকেও হার
মানাও স্বীকার কর্চি...কিন্তু—

মধু। কিন্তু পানীয় মধু তো দুবের কথা—এক পেয়ালা চায়েরও
সংস্থান নেই এ বাড়ীতে।

হেন। আপনারা বসুন . আমি দেখছি।

(হেনরিয়েটা পলাইতেছিলেন। মধু-

হৃদয় বাধা দিলেন)

মধু। Ah, wait Darling! চায়ের সংস্থান নেই বলেছি তাই

লজ্জায় পালাচ্ছ ! কিন্তু ভেবে দেখ তো, না বলে দিলে
গৌরদাস যদি তোমাব কাছে সত্যি সত্যি এক কাপ চা
চেয়ে বসতো—কি কলেক্কাবিটা হ'ত তবে !

হেন । তুমি চুপ কর—

(উভয়ের পানে চাহিয়া কপট গাভীরা)

মধু । ওঃ ।

গৌব । শুনুন Mrs. Dutt, মধুকে আপনি শাসন করুন—ও বড্ড
বাডাবাড়ি কচ্ছে আজকাল । বুঝলেন—বিনা পয়সায়
ব্যাবিষ্টাবী শুরু ক'বেছে ।

মধু । What do you mean ? বিনি পয়সায় ব্যাবিষ্টারী !
মানে, I am a charitable Barrister !

গৌব । বিনোদ ঘোষাল নামে যে client টি এসেছিলেন...তার
কাছ থেকে fee নাগুনি কেন ?

মধু । বিনোদ ঘোষাল । ওঃ হ্যাঁ—কিন্তু সে ভদ্রলোক বললেন.
—তুমি নাকি তাঁকে পাঠিয়েছিলে ।

গৌব । পাঠিয়েছি বলে...fee নিতে নিষেধ করেছি ?...ধব, আমি
তার কাছ থেকে এই দুশো টাকা ফি আদায় করে এনেছি ।
ধরো না, বিনি পয়সায় মামলা করে দেবে নাকি ?

মধু । তুমি বল কিহে । হলই বা মক্কেল,—কিন্তু তোমার নাম
ক'বে সে এসেছে তার কাছে fee নেব কি ?

গৌব । মধু ।

মধু । না—না...ও দুশো টাকা তাঁকে ফেরৎ দিয়ে দিও । হ্যাঁ...
তুমি আমাকে পাঁচটি টাকা ধার দিয়ে ফেল দিকিনি । ঘরে

আজ কিছু নেই। Charity of Rs. 5/- to the charitable Barrister with empty pocket and—

নেপথ্যে অ্যাল। বড্ড ক্ষিদে পাচ্ছে ম্যামি, কিছু খেতে পাবো না!

মধু। ওই শুনছ—Baby is crying! সারাদিন কিছু খায়নি
ওই দুধের ছেলে। দাও দিকিনি—

গৌব। এই নিন Mrs. Dutt.

(পাঁচটি টাকা হেনরিয়েটার হাতে দিলেন)

হেন। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ—

মধু। হেনবিয়েটা—চটপট খাবাব আনাও—গৌব দেশী ডিম
ভালবাসে, চা আর ভেটকি মাছেব ফ্রাই। যাও, তৈবী
করে আন ..শিগগিব—

হেন। বহুদূর আপনারা, আমি নিজের হাতে তৈবী করে আনছি
Mr. Bysack,—

(প্রস্থান)

মধু। আঃ—আজকেব মত একটি পরিবারকে উপোষের হাত থেকে
বাঁচালে গৌর! My friend, you are angelic
No.. you are something exquisite still.

গৌর। মধু, ছেলেবেলা থেকে আমরা এক সঙ্গে মানুষ হয়েছি।
আমাব বন্ধুত্বের দাবীতে তোমায় আমি অনুবোধ করছি
মধু, এখনও হুঁসিয়াব হয়ে চল। টাকা চিনতে শেখো,
নইলে জেনো, তোমার সামনে বড় অন্ধকার।

মধু।

টাকা চিনলে অঙ্ককাব দূব হবে না গোব! তাতে বড়
জোর স্বচ-ছইন্ধির পিপাসা দূর হতে পারে। তুমি কিছু
ভেবে না, তোমবা বন্ধুজন সদয় থেকে—Then I care a
fig for this world of money. I want to sing
like a bird! I want to dance like a fire-fly!
Oh, the joy of life—the joy of life!

(গৌরদাস বসাককে বুকে জড়াইয়া
ধরিয়া শিশুর মত আনন্দে নাচিতে
লাগিলেন। দৃশ্য ঘুরিয়া গেল)

ষষ্ঠ দৃশ্য

(পূর্বোক্ত লাইব্রেরী । আর্ডেন ও রমলা)

আর্ডেন । Oh, the joy of life ! Yes, Romola, you are my joy of life !

রমলা । আস্তে, অত চেষ্টাও না—

আর্ডেন । কেন ?

রমলা । ও ঘব থেকে মিসেস্ ডাট্ শুন্তে পাবেন যে !

আর্ডেন । শুনিতে পাবেন ! টাহাটে কী হবে ?

(রমলা হাসিয়া উঠিল)

হাসছে কেনো ? বোমোলা—বোমোলা—

রমলা । দেখ্...স্বাট্ পবো...আব খুষ্টানই হও—তুমি তো বাঙালী ছাড়া আব কিছু নও । এ কথাটা ভুলে যাও যদি তা হ'লে মাঝে মাঝে ববং সাম্নে আয়না ধ'বো—নিজের স্বরূপ মনে পড়ে যাবে ।

আর্ডেন । Yes, I know, I am a Bengalee.

রমলা । শুধু বাঙালী নয় ! অর্কেন্দু চক্রবর্তী—মানে খাঁটি চাল-কলা-বাঁধা বামুনেব ছেলে । অমন বাকা ক'বে কথা বলো কেন ? সহজ কথা রমলা...তা না ব'লে “রো-মো-লা”...মাগো-আমার বড্ড হাসি পায় ।

আর্ডেন । আচ্ছা আচ্ছা রমলা বলিবে ।

রমলা । শুধু রমলা বলিবে না...একটা কোথা বাঁকা ক'রে বলিলে
হামি তোমার সঙ্গে কথা বলিবে না...

(উভয়ে হাসিল)

আর্ডেন । অলুবাইট আজ থেকে সব কন্ভেন্শন্ ত্যাগ ক'রলুম...
সোজা বাংলাই বলব... ।

রমলা । এই তো, দিবি নাড়ীজ্ঞান আছে দেখছি ।

আর্ডেন । হাঃ—হাঃ—হাঃ—

রমলা । আঃ—আবার জোবে হাস্ছো ! ওঁ বা শুন্বেন !

আর্ডেন । শুন্লেনই বা, একথা তো এ বাড়ীর কারুর অজানা নয় যে
—যেদিন রমলা দেবী তাঁব গীতি-নৈবেদ্য নিয়ে এ বাড়ীতে
প্রথম আবির্ভূতা হলেন—সেইদিন থেকে মাইকেলের
ভাষায়—

“এ ভক্ত পূজাবী তাঁব নত নেত্রে দুয়াবে দাঁডায়ে”—

রমলা । উঃ, দস্তবমত কবি হয়ে উঠেছ আর্ডেন !

আর্ডেন । মহাকবি মাইকেলের কটি খাচ্ছি যে—আব তা ছাড়া—

রমলা । তা ছাড়া ?

(হুজনে কাছাকাছি আসিল । একে
অপরের মুখের পানে জিজ্ঞাসু চোখে
চাহিল)

(মধুসূদনের প্রবেশ)

মধু । Ah, you two doves ! What are you doing
here ? —“কপোত কপোতী যথা—উচ্চবৃক্ষ চূড়ে”—
Don't feel shy, I am slipping away.

(লাইব্রেরী ঘর হইতে একখানা বই

লইয়া প্রস্থান)

আর্ডেন । বমলা !

বমলা । কি ?

আর্ডেন । আকাশে আজ জ্যোৎস্নার জোয়ার .হাওয়া ব'য়ে আনুচ্ছে
কা'দের বাগান থেকে যেন হান্স হানার গন্ধ ! এই চাঁদের
আলো...আব কুসুমিত স্বভাবী বাতের back ground—
মাঝখানে মাইকেল এঞ্জেলোর আঁকা ছবির মত নিম্পলক
চেয়ে আছ তুমি ! Ah, love ! “তুমি কি কেবল ছবি,
স্তম্ভ পটে লিখা ।” Will you not open your lips !
Romola, Dearie !

(কাছে গিয়া মুখের কাছে মুখ আগাইয়া

নিল । বমলা চকিতে সরিয়া গেল)

বমলা । No...not in that way ! My lips will open in
Songs

বমলাব গান

নন্দন বন হতে গন্ধ-বহ

এসো এসো দক্ষিণ বায়

ক্লান্ত বিধুর চিত্ত স্নিগ্ধ করো

এসো যুদ্ধ মন্থন পায় ।

অসীম অস্থর তলে

চন্দ্রমা মণি-দীপ জলে

দিগ্ধু অভিসাবে চলে

কোন নন্দন বন ছাড় !

[গানের শেষে আর্ডেনের বুকে মাথা রাখিল]

আর্ডেন । বমলা, Dearie ! How do you love me sweet ?
কত ভালবাস আমায় ?

[বমলা চকিতে সরিয়া গেল]

বমলা । না, আমি ভালবাসি না , মিছে কথা ..আমি ভালবাসিনা ।

আর্ডেন । বমলা, কি হ'ল, হঠাৎ তোমার কি হ'ল ?

[বমলার গলার আওয়াজ হঠাৎ বেন
কানায় ভাঙ্গিয়া পড়িল ।]

বমলা । আমার ক্ষমা কর আর্ডেন । আমরা বড় বেশী দূর এগিয়ে
এসেছিলুম, কিন্তু আব নয়...এবার আমায় পালাতে হবে .
তুমি আমায় ছুটি দাও ।

আর্ডেন । ছুটি দেব । শুধু দূর থেকে দেখা . শুধু ছুটি মুখের কথা—
তার চেয়ে ঢের বেশী ক'বে পাবো তোমায়, আমি যে
সেই আশার স্বপ্ন রচনা করছি বমলা । আমাদের বিবাহিত
জীবনে—

বমলা । বিবাহ ।

[আর্ডেনাদ করিয়া দুই হাতে মুখ
ঢাকিল]

আর্ডেন । তুমি অমন ক'বে মুখ ঢাকছ কেন বমলা ? আমি—আমি
কি তোমাব ঘোগ্য নই ! জগতে আমার অর্থ নেই,
প্রতিষ্ঠা নেই—পরের দয়ায় দু মূঠো খেতে পাই—তাই কি
আমায় তুমি—

রমলা । তোমার হাত ধর্ছি, ওসব কথা ব'লে আমায় কষ্ট দিওনা—
তোমার...তোমার দুটি পায়ে পড়ি আর্ডেন—

আর্ডেন । রমলা—রমলা—

রমলা । কত দুঃখে, কত নিরুপায় হ'য়ে আজ আমায় এমন মর্মান্তিক
প্রত্যাখ্যান জানাতে হচ্ছে তোমায়—যদি বুঝতে পারতে
...তুমি বাগ ক'বতে না—অনুকম্পাই ক'রতে—

আর্ডেন । কি কি হ'য়েছে বলত ?

রমলা । এতদিন বলিনি তোমায় ..কিন্তু আব লুকুনো চলে না ।
মাঘের কঠিন ব্যাঘ্রামেব সময় তাঁর চিকিৎসাব জন্ম আমি
এক মহাজনেব কাছে ৮০০ টাকা ধার নেই । মা নিজের
মুখে তাকে বলেছিলেন—“ঐ টাকা যদি পাঁচ বছরে আমরা
শুধতে না পাবি, আমাব রমলাকে তা হ'লে তোমার হাতে
তুলে দেব”...

আর্ডেন । Is it ।

রমলা । মা মাঝা গেলেন , পাঁচ বছরেব মধ্যে প্রাণান্ত ক'বেও ঋণ
শুধতে পার্লুম না । এবাব সে আসবে তাব টাকা নিতে ।
টাকা না পেলে পবিবর্তে—পবিবর্তে—

আর্ডেন । রমলা, একি ক'রেছ তুমি । একথা এতদিন আমাকে
কেন জানাওনি ? যেমন ক'বে পারতুম, ঐ টাকা
আমি যোগাড় ক'রে দিতুম . আমায় কেন জানাওনি
আগে ?

রমলা । তোমার কাছে তো টাকার চাইতেও ঢের বড় জিনিষের

জগৎ হাত পেতেছি আর্ডেন, আর পেয়েওছি। তুচ্ছ টাকা
চাইতে তোমার কাছে সঙ্কোচ হ'ল।

আর্ডেন। তবে মিসেস ডাটের কাছে কেন চাওনি ?

বমলা। তিনি অনেক দিয়েছেন। হাতে টাকা নেই সেদিন
তাঁর বহুমূল্য french gown ৭০ টাকায় বিক্রী করে
সেই টাকা আমায় দিয়েছেন...

আর্ডেন। তবে ?

বমলা। তুমি বল আর্ডেন—আমি কি কবব ? বল আমি কি
ক'বতে পারি ?

[আর্ডেন কিছুক্ষণ চিন্তাযুক্ত হইয়া
দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর এক সময়
মাইকেলের ডবার খুলিল। তাহার মুখের
ভাব শব্দ হইল]

আর্ডেন। ভয় পেয়োনা বমলা, কাবো সাধ্য নেই...তোমায় আমার
বুক থেকে ছিনিয়ে নেবে। টাকার যোগাড় না হয় শেষ
পর্যন্ত বয়েছে এই—

[ডবার হইতে পিস্তল বাহির করিল]

বমলা। পিস্তল। তাকে খুন্ ক'রবে তুমি। আর্ডেন আর্ডেন...
সে আমি কিছুতেই হ'তে দেব না। তুমি পিস্তল তুলে
বাখ।

আর্ডেন। কিন্তু তাহলে টাকার যোগাড় কেমন কবে...

(পকেটে পিস্তল রাখিতে গিয়া চাবি
পাইল)

চাবি! My God! রাত দশটা পাঁচ! হ্যাঁ...প্রতি-
দিন মহাদেব এই সময়ে এটর্নিব বাড়ী থেকে এই
পন্থে ফেরে, অনেকদিন বলেওছে আমায়, মহাদেবকে
ধবতে হবে—

(চলিয়া যাইতেছিল)

বমলা। কোথায় যাচ্ছ ?

আর্ডেন। বাস্তা থেকে মহাদেবকে গ্রেপ্তার ক'বতে হবে। And
then—we belong to each other love—

(এক মিনিট ফিরিয়া বমলাকে আদর
কবিল। তারপর আর্ডেন ঝড়ের মত বাহির
হইয়া গেল)

(দৃশ্য ঘুবিয়া গেল)

समिवात्त घव

মধু । Oh, that scoundrel · Europeএ থাকতে আশায় কি

কষ্টটাই দিয়েছে ! অথচ মাসে মাসে মিসেস 'ডি'কে ১৫০০ টাকা করে দেবে, আমায় বিলেতে খরচা পাঠাবে এই সন্তে জমিদারী তাকে পত্তনি দিয়েছিলাম ।

গৌব । আমি বলছি মহাদেব চক্রবর্তী'র মামলার—

মধু । মামলা আমি কবতাম না গৌব—Believe me, আমি ও টাকার আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম—কিন্তু এখন আমার টাকার বড় দরকার—দেনায় ডুবে গেছি—

গৌব । কাল তার মামলার তাবিখ, মনে আছে ?

মধু । Is it । কাল মামলা ।

গৌব । এই মামলায় যদি সে জিততে পাবে, তোমার বিষয় আশয় ..এমন কি টেবিল, চেয়ার গুলু তার কবলে যাবে—খবচাব দায়ে ।

মধু । Don't worry! কিছু ভেবনা, সে মিথ্যা দাবী নিয়ে মামলা সাজিয়েছে...জয় আমার হবেই । আমার কাগজ পত্র প্রমাণ করবে...ওকে বিষয় পত্তনি দিয়েছিলাম, দানপত্র তৈরী কবে দিই নি ।

গৌব । But you are not the man to suck the moisture of life from the dry bones of Law. কবি, মামলা তুমি নিজে চালাবে ?

মধু । Why ? আমার পক্ষে Barrister Mr. Evans বয়েছে !

গৌব । কিন্তু Mr Evans কাল তোমার case attend করবে না ।

মধু। কেন ?

গৌর। ক'দিন তাকে fee দিয়েছ ?

মধু। Fee। দিতে পারিনি দেব বলেছি।

গৌর। কাল বেলা ১০ টার মধ্যে অন্ততঃ ৫০০ টাকা না যোগাড় কর্তে পাল্লে তাকে পাবে না মধু! তার Personal assistant আমায় বলেছে. কি কব না কর...আজই বাত্রে জানিয়ে দিতে

মধু। কি করব তবে। What am I to do then ? Gour, চুপ ক'বে থেকোনা.. কি হবে বল ভাই ?

গৌর। পাঁচ শত টাকা ..অন্ততঃ পাঁচশত টাকা...ভাল কথা বিজ্ঞাসাগর মশাই তোমার চিঠির কোন জবাব দিয়েছেন ?

মধু। না। ইংলণ্ডে থাকতে যখনই অভাব জানিয়ে চিঠি দিয়েছি সঙ্গে সঙ্গে তিনি টাকা পাঠিয়ে আমায় সাহায্য কবেছেন— আমায় ধাঁচিয়েছেন। সেবাব শর্শিষ্ঠার বিষের সময় পর্য্যন্ত কত টাকা সাহায্য করেছেন কিন্তু এবার এত কাকুতি করে লিখলুম তবু...

(কড়া নাড়বার শব্দ)

মধু। Come in.

(জনৈক লোকের প্রবেশ)

কে তুমি!

আগন্তুক। বাতুড বাগান থেকে এসেছি হুজুর এই চিঠি।

(মধুসূদনের হাতে চিঠি দিয়া
আগন্তুকের প্রস্থান)

মধু। বাতুডবাগান থেকে চিঠি! আমার নামে! My God!
Long live the blessed Pundit! Henriett a
We are saved...Henrietta!

(হেনরিয়েটার প্রবেশ)

গৌব। কি ব্যাপার!

মধু। গৌবদাস, হেনবিয়েটা, Look here, মেঘ না চাহিতে
জন। Here is the sum of Rs 1500- from
Iswar Chandra Vidyasagar।

হেন। 1500/-

মধু। What a joy darling! এ আনন্দের স্মৃতিবক্ষাব জন্মে
একটা কিছু করতে হয়...আব কিছু নাহি পাই, কোথা তব
ভেটুকি ফ্রাই?

হেন। রান্না হচ্ছে।

মধু। হচ্ছে -মানে Future tense। এখন তাহলে কি করা
যায়? কবিতা লিখব...পনের শো টাকার অরণে? বোসো,
কাছে বোসো—

(হাত ধরিয়া বসাইলেন, হাঁটুর উপর
কাগজ রাখিয়া লিখিতে আরম্ভ করিতে
হেনরিয়েটা লজ্জার উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

"Ah, I thought I shall be able
 Making thy lap my table
 To write a poem with ease.
 But Ha ! your shaking
 Gave my pen a quaking
 Rudeness never I saw like this !

গৌব । মধু, ধোসো... আমি Mr. Evansএব ওখানে খবর দিয়ে
 আসছি যে সব ঠিক আছে ।

(প্রস্থান)

মধু । শিগগির ফিবে এস বন্ধু, Don't forget your ভেটকি
 ফ্রাই and দিশী ডিম—

৭

[দৃশ্য ঘুবিয়া গেল]

অষ্টম দৃশ্য

লাইব্রেরী

(রমলা ও আর্ডেনের প্রবেশ)

আর্ডেন । চুপি চুপি এসো রমলা ।
রমলা । কেন, কি হ'য়েছে ?
আর্ডেন । চুপ । এই নাও টাকা . পুরো ৮০০ শত—
রমলা । কোথায় পেলো এত টাকা ?
আর্ডেন । বলছি...আগে টাকাগুলো ধর ..ব্যাগে পুরে ফেল ।

(মধুসূদনের প্রবেশ)

মধু । Ah ! Conspiracy ! You are still making Love's conspiracy ! এসো, চেয়ে দেখ, আজ আমবা বাজ বাজেস্বব । Rs 1500/- in cash ! You must take share of our joy ! হেনবিষেটা—

(হেনরিষেটার প্রবেশ)

মধু । শুনে যাও ..এই যে list ক'বে ফেলেছি । অ্যালবার্টের জামা জুতো ১৫০৯, শশ্বিষ্ঠাকে ২০০৯, মিণ্টন ওখানে আছে —তার স্নাটের জুতা ১৫০৯, তোমার গাউন ২৫০৯
হেন । উহ, রমলাব কাছে বাঙ্গালী মেয়ের মত শাড়ী পরা শিখেছি...গাউন না কিনে শাড়ী কিনব ।
মধু । শাড়ী । রমলা, You want to make Mrs D. an

আদর্শ বাঙালী ঘবেব বউ ! অ্যা ! বেশ, শাড়ী ৫০০,
আব গাউনও থাক ২০০০ টাকা। Arden, রমলা,
গৌব, মনোমোহন, ফ্রয়েড, মিন্টন. ওদেব সবাইকে নিয়ে
একদিন family টি-পার্টি. খব ১৫০০ টাকা।

হেন। কিন্তু এসব খবচ কবলে মামলার খবচ চালাবে
কি করে ?

মধু। ঐ যা ! তাও ত' বটে ! টাকা ধার ক'রেছি মামলাব
জন্তে—তবে এসব খবচ—

(গৌরের প্রবেশ)

গৌর। মধু।

মধু। এস গৌব বড সমস্তায় পডলুম—কি কবা যায়
বলতো ?

হেন। আপনি এত শিগ'গিব এলেন।

গৌব। যাচ্ছিলুম, পথে মহাদেব চক্রবর্তী'র সঙ্গে দেখা হ'ল।
গুনেছ মধু, মহাদেব এইমাত্র শাসিয়ে গেল মামলায় সে
জিতবেই।

হেন। মহাদেব চক্রবর্তী।

মধু। বলুক না। মহাদেব শর্মাকে মামলায় হেরে এবার ব্যাম
ভোলা বলে পালাতে হবে কৈলাশে। সুদর্শন চক্র হাতে
বয়েছেন শ্রীমধুসূদন। তবে সুদর্শন চক্র ঘোরাতে কিছু
তৈল খবচ করতে হবে...তাই ভাবনা।

গৌর। ছেলেমানুষী কোরোনা মধু। মহাদেব বলছিল, আট

হাজার টাকায় বফা করতে । আমার বিশ্বাস, সে কোন দবকারী কাগজ হাতে পেয়েছে ।

(এই সময় আর্ডেন ভীত হইয়া পড়িল ।
ইঙ্গিতে সবার অলক্ষ্যে রমলাকে লইয়া
প্রস্থান করিল)

মধু । আবে, সবচেবে দবকারী কাগজ সে তো আমারই
ড্রয়ারে—

গৌর । সেখান থেকে যদি চুরি যায় ?

মধু । চুরি যাবে ! My boy, the key is with Mrs.
D যিনি হৃদয়-হারিণী বটেন—কিন্তু নহে দলিল-
হারিণী ।

হেন । কিন্তু চাবি তো আজ আমার কাছে দাওনি !

মধু । দিই নি নাকি. . তবে আমারই পকেটে—

(পকেট দেখিলেন)

হেন । দলিল দেখতে Ardenকে দিয়েছিলে না ! Mr. Arden !
...একি ! কোথায় গেল শুবা ?

মধু । কোথায় গেল—ই্যা, চাবিতে Ardenএবই কাছে !

গৌর । Arden ! ড্রয়ারেব চাবি আর্ডেনেব কাছে । সেই
ড্রয়ারে Deed Boxএ দলিল । ই্যা, বুঝতে পাচ্ছি—আমি
বুঝতে পাচ্ছি ।

(প্রস্থানোত্তত)

মধু । কি, কোথায় বাচ্ছ ?

গৌর । পুলিশে খবর দিতে—

মধু। পুলিশ !
 হেন। পুলিশ কেন ?
 গোব। বেশী কথা বলবার সময় নেই...আমাব দৃঢ় বিশ্বাস,
 Arden সব দলিল মহাদেবের হাতে তুলে দিয়েছে। পুলিশ
 ডেকে ওকে গ্রেপ্তার কবাব।

(প্রস্থান)

মধু। আর্ডেনকে গ্রেপ্তার। আমাব কাছে যে নিবাস্রয় হ'য়ে
 একদিন মাথা গুঁজেছিল তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেব
 কেমন ক'বে হেনবিয়েটা ?

হেন। কিন্তু যেখানে আশ্রয় পেয়েছিল...সেই আশ্রয় যে ভেঙ্গে
 দিতে চায়—তাকেই বা কেমন ক'বে ক্ষমা করবে
 বলতো ? দলিল হাত ছাড়া হ'লে আমাদেব যে সর্বস্বাস্ত
 হ'তে হবে স্বামী পুত্রের হাত ধ'বে আমায় রাস্তায়
 নামতে হবে !

মধু। সে কথা সত্যি। কিন্তু হেনবিয়েটা...আর্ডেন বিশ্বাস-
 ঘাতকতা ক'রতে পারেনা। তুমি খুঁজে দেখ.. চাবি হয়তো
 আমিই কোথাও বেখেছি। আসমাবী, দেবাজ সব ভাল
 ক'বে খুঁজে দেখ। না..না .আর্ডেন একাজ ক'রতে
 পাবেনা..কিছুতে না। আচ্ছা, ওকে আমি জিজ্ঞাসা ক'রে
 আসছি। আর্ডেন...আর্ডেন...

(প্রস্থান)

(দৃশ্য ঘুরিয়া গেল)

নবম দৃশ্য

বসিবাব ঘর

(আর্ডেন রমলাকে বাহিরে ধাইতে
অমুরোধ করিতেছিল)

আর্ডেন । রমলা বমলা—

বমলা । না—না, আমায় আগে সব খুলে বল, কি কবে তুমি এ
আর্টশ টাকা যোগাড় কবেছ ? বল . শিগ্গির...নইলে
আমি কিছুতে যাব না—

আর্ডেন । কিন্তু এখানে থাকলে বিপদে পড়বে যে ।

রমলা । কেন ? কিসেব বিপদ ? বল, নইলে আমি যাব
না ।

(মধুসূদনের প্রবেশ)

মধু । Ah ! What a beautiful picture ! এমন
নির্ঝিবোদী তরুণ তরুণী.. এদেব ধরতে লোকে পুলিশে
খবর দেয় ।

আর্ডেন । পুলিশ ।

মধু । গৌব দাসেব ধারণা—তুমি নাকি মহাদেবকে দলিল
দিয়েছ ।...একি তুমি কাঁপছ কেন ? Will you have
a peg ?

আর্ডেন । Mr. Dutt ।

মধু । My boy ! Policeএর নামে এত ভয় । No, no,

let them come ; Romola will offer them a cup of tea.

আর্ডেন । Mr. Dutt ! আমায় বাঁচান !

মধু । কি হয়েছে ? ভয় পাচ্ছ কেন ?

আর্ডেন । আমি—আমি সত্যিই মহাদেবকে টাকা লোভে দলিল দিয়েছি ।

মধু । সে কি ! কত টাকার জ্ঞা এ কাজ কবেছ ?

আর্ডেন । আট শত টাকা ।

মধু । সামান্য আট শত টাকার জ্ঞে ?

আর্ডেন । সামান্য নয় । ঐ আট শত টাকা দিয়ে আমি আমার জীবনের এক পবন বিপদময় মুহূর্ত্ত পাব হতে চলেছি ।

মধু । কিন্তু ঐ দলিল হাবিয়ে আমার কি হ'ল জান আর্ডেন ?

আর্ডেন । উপায় ছিল না...কোন বকমে টাকা যোগাড় কর্তে পার্লাম না । নিতান্ত নিরুপায় হয়ে ..শুধু বমলাকে বাঁচাবার জ্ঞে আমি এতবড় ঘৃণ্য কাজ কর্লাম ।

মধু । বমলাকে বাঁচাতে ! কেন ..কি হয়েছে বমলাব ?

আর্ডেন । আটশ টাকা দেনা যদি শুধতে না পারত ..তাহলে বমলাকে দাবী কবত ওকে গ্রাস কবত ..এমন একটা লোক .যে কোন বকমে বমলাব যোগ্য হ'তে পাবেনা । তাই ,

মধু । ওকে তার হাত থেকে মুক্ত কবেছ । কিন্তু তাতে ভোমাব লাভ ?

আর্ডেন । আমি ওকে ভালবাসি—

মধু ! Oh, I see ! A crime for love's sake ! রমলা,
তুমি ?

রমলা । আমায় ক্ষমা করুন ।

মধু । আঃ, ও কথা ছেড়ে দাও, তুমি ওকে ভালবাস ?

রমলা । হ্যাঁ, ভালবাসি । সীমাহীন, দ্বন্দ্ব ভালবাসাব আকর্ষণে
আমরা গ্রাফ-অগ্রায় জ্ঞান হারিয়েছি । আমাদের সমস্ত
চৈতন্যকে ছেয়ে আছে আমাদের অপরিমেয় প্রেম ।
আমরা চাই...শুধু দুজনে মিলিত হতে ।

মধু । কিন্তু দুজনার ধর্ম তোমাদের এক নয়...তুমি ব্রাহ্ম, আর্ডেন
ক্রিস্টিয়ান ।

আর্ডেন । মনের ধর্ম কিন্তু এক আব সে ধর্ম ভালবাসা ।

মধু । Wonderful !...রমলা ?

রমলা । দুই সাগরের পাবে ছিলাম আমরা একই আকাশের বিহগ
বিহগী—

মধু । Divine ! যাও তবে মুক্ত-পক্ষ-বলাকার মত উড়ে
যাও তোমরা অসীম নীলিমার বাজ্যে...যাও যাও—

আর্ডেন । মিঃ ডাট ।

মধু । আর দেবী নয়, পুলিশ আসছে, এখান থেকে পালিয়ে
যাও ।

(হেনরিয়েটার প্রবেশ)

হেন । একি ! তুমি Criminal-দের পালাতে সাহায্য করছ ?

মধু । No, No my darling ! উকিল, ব্যাবিষ্টার, ডাক্তার,
প্রফেসর, সহরের যে কোন সম্ভ্রান্ত নাগবিকও হয় তো

ক্রিমিন্যাল সেজে কাঠ-গড়ায় দাঁড়াতে পারে, কিন্তু
মাইকেলের বিচাবশালায়—A Lover can never be a
criminal.)

(নেপথ্যে বহুলোকের পদধ্বনি।

গৌরদাসের গলার আওয়াজ শোনা গেল)

নেপথ্যে গোব। মধু—মধু, আমি এসেছি। Boy—Boy, ফটক খুলে
দাও।

মধু। ঐ পুলিশ। যাও, এই টাকা নিয়ে পালিয়ে যাও।

(বিছাসাগর প্রেরিত টাকা হাতে
দিলেন)

আর্ডেন। টাকা।

মধু। My boy। মিলিত-জীবনকে সুখী কবতে টাকা চাই।
কিন্তু কোন দিকে যাবে? ফটকে পুলিশ।...যাও, ঐ দিক
দিয়ে যাও .সিঁড়ি অন্ধকাব .Take this candle.
Take it

(উভয়কে আলো দিয়া বাহির করিয়া
দিলেন)

হেন। কী কবলে। একি কবলে তুমি। সর্ব্বস্ব দিলে...যবেব
আলোটুকু পর্য্যন্ত ওদেব হাতে তুলে দিলে।

মধু। ভয় কি হেনবিয়েটা? যবেব আলো যে পরকে বিলিয়ে
দেয় . তাব ঘব কোন দিনই অন্ধকাব থাকে না। সে ঘরে
নেমে আসে আকাশের আলো। Lo! Lo! My

darling ! Heaven's luminous candle burns
for us.

(আলো সরাইয়া দিতেই খোলা
জানালা দিয়া ঘরের মধ্যে জ্যোৎস্না নাশিয়া-
ছিল, সেই জ্যোৎস্না মধুসূদনের ললাটে
গ্রীবায়, উজ্জ্বল চোখের উপর ঝলমল করিতে
লাগিল ! এবেন কোন অতি বড় শিল্পীর আঁকা
দেবদূতের ছবি '.. একটু বাদে আত্মভোলা
কবির স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।...কোথা হইতে
ঘেন কী পড়িয়া ঘাইবাব আওরাজ শোনা
গেল)

হেন। ওকি। কিসের শব্দ। কি পডল কী পডল
(ছুটিয়া প্রশ্নান)

মধু। কি পডল ! কোন দিকে, কোন দিকে ?
(অস্থদিকে প্রশ্নান)
(দৃশ্য ঘুরিয়া গেল)

দশম দৃশ্য

ষ্টোর রুম

(বিস্কুটের শূণ্য কোটা মেঝেয় পড়িয়া
আছে। চেয়ার উল্টাইয়া গিয়াছে। রক্তাক্ত
অ্যালবার্ট মেঝেতে পড়িয়া আছে)

(হেনরিয়েটার ছুটিয়া প্রবেশ)

হেন। অ্যালবার্ট! অ্যালবার্ট! একি, কপাল কেটে ফিন্‌কী দিয়ে
বক্ত বরছে! অ্যালবার্ট, my poor child! কথা বলছ
না কেন? অ্যালবার্ট...

(মধুসূদনের প্রবেশ)

মধু। অ্যালবার্ট পড়ে গেছে।

হেন। কিধেব জালায় খাবাব খুঁজতে এসে একি কাণ্ড ক'বুলে
তুমি অ্যালবার্ট!

মধু। খাবার খুঁজতে গিয়েছিল। কেন.. কেন ওকে আগে দাওনি
খেতে?

হেন। আগে কোথায় পাব খাবার!...দেখুছো না, বিস্কুটের
কোটার এতটুকু বিস্কুটের গুঁড়ো পর্য্যন্ত নেই।

মধু। কিচ্ছু নেই?

হেন। ছেলে আমাব অনাহারে মরছে...আর তুমি...তুমি অতগুলো
টাকা পরকে দান ক'বে উল্লাস ক'রছ...

মধু। আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে আমাব স্ত্রী আছে...সন্তান

আছে...আমি সব ভুলে গিয়েছিলাম। যাই...টাকা নিয়ে আসি...I must beg, borrow or steal যেখানে পাই টাকা যোগাড় ক'বে অ্যালবার্টের জন্যে খাবার নিয়ে আসি।

(হেনরিয়েটা মধুসূদনের কথায় আশ্রয়
করিলেন না, সন্তানহারা বিহঙ্গিনীর মত
অ্যালবার্টের মুচ্ছাতুর দেহ বৃকে জড়াইয়া
ধরিয়া তাহাকে বারম্বার চুম্বন করিতে-
ছিলেন। আপন মনেই তাহাব সঙ্গে কথা
বলিতেছিলেন)

হেন। এত বক্তৃতা ববছে তোমাব...

(মধুসূদন খাচ অশ্রুধারা প্রস্থান
করিতেছিলেন "রক্ত" শুনিয়া চকিতে
ফিরিয়া দাঁড়াইলেন)

মধু। (ফিরিয়া) অ্যা ! কপাল কেটে গেছে ! দাঁও...ওকে
ডাক্তার দেখিয়ে আনি...ওকে দাঁও...

হেন। না, স'রে যাও .তু কি ওকে ছুঁতে পাবে না...

মধু। ছুঁতে পাবো না।

হেন। না, সারা জীবন ভাব যত দুঃখ এসেছে...হাসি মুখে সহ্য
করেছি। But still I am a mother...আমি মা...
আমার সন্তানকে যে অনাহারে মেরে ফেলতে চায়...তার
হাতে আমি আমার সন্তানকে তুলে দেব না।

মধু। Henrietta ! Henrietta !

হেন। না, তুমি সব পার ..তোমাকে আমার আর বিশ্বাস নেই...
তুমি সন্তানঘাতক...তুমি শুকে মেবে কেল্বে... তোমার
হাতে আমার সন্তানকে কিছুতে দেব না।

মধু। আঃ ছেড়ে দাও। কপাল কেটে রক্ত ঝব্ছে। ডাক্তার
দেখাব অ্যালবার্টকে আমার ডাক্তার দেখাব।

(অ্যালবার্টকে ডিনাইয়া নিলেন)

হেন। Albert ! Albert !

(পড়িয়া গেলেন)

মধু। Albert ! My child ! আমার ছেড়ে পালিয়ে যাস্নে
তুই। ওবে, যত অপবাদ...যত অবিচার ক'বে থাকি...
তবু..তবু আমি বে তোব হতভাগা বাপ A poor
wretched father !

(অ্যালবার্টের সংজাহীন দেহ কাঁধে
তুলিয়া লইয়া ঝড়েব মত বাহির হইয়া
গেলেন)

—

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আর্ডেনের গৃহসংলগ্ন চত্বর ।

(ছ'টারটে ফুলের টব । কয়েকটি
বেতের টেবিল ও চেয়ার । আমন্ত্রিত নর-
নারিগণ, আর্ডেন ও রমলা ।)

(কুলদাব গীত)

মধুব বসন্ত আগমনে
মধুপ গুঞ্জবে সঘনে
কবি মধুপান স্বখে ফুল কাননে
কত পিকবেবে
পঞ্চমে কুহবে—
মনোহর সে ধ্বনি শ্রবণে ॥

আর্ডেন । (গান শেষে) Beautiful !

কুলদা । অবশ্য বমলা দেবীর মত নয় ।

নয়িতা । সত্যি কথা, কি চমৎকাব গাও ভাই তুমি রমলা . . .
আজকের উৎসবে সব দিক দিয়ে জয়মালা তোমার ।

বিপিন । মিঃ আর্ডেন, শ্রীমতী রমলা দেবী'র ভেতর আপনি পেয়েছেন
একটি নারী-বস্ত্র । আপনার ভাগ্যকে ঈর্ষা কবতে ইচ্ছা
হয় ।

মণিকা । Silly—

(বিপিন তাহার অভিমান লক্ষ্য করিয়া
প্রসন্ন ঘুরাইয়া দিবার ভঙ্গীতে ভাড়াভাড়া
বলিল)

বিপিন । অবিশিষ্ট মণিকা দেবীও খুবই চমৎকার গানউনিও
একটি নারী-কোহীনুব । একখানা গাইবেন আপনি ?

মণিকা । No...thanks !

আর্ডেন । Gentlemen and Ladies, with your permission
আমি একটু আসছি ।

জগবন্ধু । দাঁড়ীও বাবাজীবন,—আমাদের সমাজের সেবার জন্য যে
২০০ টাকা donation দেবে বলেছিলে—সে টাকাটা
তাহ'লে—

আর্ডেন । কাল পরশু নাগাদ পাঠিয়ে দেব—

জগবন্ধু । তা দিও বাবা । তোমাব মত হীরের টুকু'রো ছেলে ..ব্রাহ্ম
ধর্মের প্রতি তোমাব এই অনুবাগ—

আর্ডেন । না জগবন্ধু বাবু, আপনি ভুল করেছেন.....আমি ব্রাহ্ম
হয়েছি—ধর্মকে ভালবেসে নয়, বমলাকে ভালবেসে ।

জগবন্ধু । তাহলেও ব্রাহ্ম ধর্মের ওপর এখনতো তোমাব প্রগাঢ়
অনুবাগ জন্মেছে !

আর্ডেন। আজ্ঞে না, কোন ধর্মের ওপবই আমার বিন্দুমাত্র অভুবাগ নেই। আবাব বমলাব জন্মে দরকাব হ'লে আমি মন্দিব, মস্জিদ, সমাজ, গির্জা.... .যেখানে বলাবন—নাকথং দিয়ে বেড়াতে পারি।

জগবন্ধু। কিন্তু নিবাকাব ব্রহ্ম—

আর্ডেন। আজ্ঞে, আমিই একটা নিবাকাব ব্রহ্ম। আগাঘ যখন যে পাত্রে ধারণ কববেন—আমিও তখন সেই মূর্তি গ্রহণ কবব। ...বহ্নন, আসছি।

(প্রস্থান)

বমলা। ওঁব কথায় আপনি মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না জগবন্ধু বাবু—

জগবন্ধু। কিন্তু এরূপ নাস্তিকবাদী হওয়া তো ভাল কথা নয় মা।

বমলা। উনি মুখে নাস্তিক হ'লেও.... ব্রহ্মে অবিশ্বাসী নন... .. তাব প্রমাণ দেখলেন না—ওঁব ওই donation-এব প্রতি-শ্রুতি।

জগবন্ধু। (হাসিয়া) তা বটে। টাকাটা তুমি শিগগীর গবজ কবে পাঠিয়ে দিও মা। আব দেখ, যাতে ব্রহ্ম বিষয়ে ওঁব সব সময়ে চেতনা থাকে...তাই যখনই পাববে...সমাজেব জন্মে ২০০/ ১০০ যা পাবে চেয়ে নেবে।

বমলা। আচ্ছা! ওকি মণিকা, তুমি ওখানে চূপ কবে দাঁড়িয়ে আছ কেন? এস, গুমোট-বাঁধা-আবহাওয়াকে একখানা গান গেয়ে হাঙ্কা কব।

মণিকা। না ভাই, বিশেষ প্রয়োজন...আজ আসি ভাই।

(প্রস্থান)

বমলা । আব একদিন এসো কিন্তু—

(মণিকা বেদিকে গেল, সেইদিকে চক্ষু
বাখিছা বমলাকে বিপিন বলিল)

বিপিন । আগিও আব একদিন আসবো কেমন ?

(অনুসরণ)

জগবন্ধু । আচ্ছা আমিও তাহলে এখন উঠি মা .

বমলা । মেকি । এবই মধ্যে । নমিতাব একখানা গান না শুনে—

জগবন্ধু । আমাব তো এক কাজ নয় মা । আমায় একবার সমাজে
যেতে হবে যে . আব তাছাড়া...ওসব হাক্কা গানটান আমি
তেমন ববদাস্ত কবতে পারি না । অবিশি এক ব্রহ্মবিষয়ক
গান বাদে । যেমন ধব...

(গলা খাঁকারী দিয়া গান ধরিলেন)

“নিবাকাব ব্রহ্ম পদে”...

অশোক । সর্বনাশ । এই সাবলে ।

জগবন্ধু । কে হে ছোঁড়া ।

অশোক । আজ্ঞে না,—বলছিলুম সমাজ-গৃহে ব'সে আপনাব মধুব কণ্ঠে
কতদিন ব্রহ্ম সঙ্গীত শুনিনি...একবার যদি এখান থেকে
দয়া ক'বে উঠে সমাজে গিয়ে শোনান ।

জগবন্ধু । সমাজে ?

কুলদা । আজ্ঞে হ্যাঁ । আপত্তি কি ? এমন সঙ্ক্যায় পবম ব্রহ্মের
নাম—যান, যান ।

অশোক । হ্যাঁ ভাই, কুলদা, তুমি ওকে নিয়ে গিয়ে আরম্ভ কর—

কুলদা । আমায় কেন ?

জগবন্ধু । বেশ...বাবা, সমাজেই গাইব—একবাব ছেড়ে দশবাব গাইব । চল, গুনবে সব ।

অশোক । এগিয়ে যান—আমরা যাচ্ছি একখুনি—

(কুলদা সহ জগবন্ধুর প্রস্থান)

নমিতা । তুমি যাচ্ছ নাকি অশোক ?

অশোক । কেনেছ ! নইলে জগবন্ধু বাবু যে মিঃ আর্ডেন বমলাব এই মিলন উৎসবেব বাত্রীটিকে ব্রহ্মসঙ্গীতে ভাবাক্রান্ত করে তুলতেন । আমি এখন কোথাও যাচ্ছি না—

নমিতা । আচ্ছা, আমি যাচ্ছি, তাহলে ভাই বমলা—

বমলা । আব একটু বসবে না নমিতা ?

নমিতা । না ভাই, মিঃ আর্ডেনকে বোলো—শরীবটা তেমন ভাল নেই কিনা—

অশোক । ওঃ শরীবটা ভাল নেই নাকি ! চলো—এগিয়ে দিখে আসছি তোমায় ।

নমিতা । ধন্যবাদ । আমাব সঙ্গ গাড়ী আছে—এটুকু একাই যেতে পাববো ।

অশোক । (বমলাকে) দেখুন, আমাব শরীবটাও হঠাৎ যেন ভয়ানক কেমন কেমন ক'ব্ছে—আমিও তাহলে—

বমলা । (হাসিয়া) আপনাব শরীবও ভয়ানক কেমন কেমন ক'ছে !

নমিতা । তা হলে তুমি গাড়ী নিয়ে যাও, আমি ততক্ষণ বমলার সঙ্গে গল্প করি ।

(চেয়ারে বসিয়া পড়িল)

অশোক । সে খুব ভাল কথা । এই চাঁদনী রাতে সবাই মিলে গল্প কবলে শবীর ঠিক ভাল হ'য়ে যাবে । That will be the best medicine.

(বৃপ করিয়া নমিতার পাশেব চেয়ারে বসিল)

রমলা । [হাসিয়া উঠিল] কেন আব বেচারী অশোক বাবুকে কষ্ট দিচ্ছ ভাই ? গবনে দু'জনাবই হয়তো মাথা ধরেছে, এখানে আটকে বেখে আব কষ্ট দেব না । যাও, গাড়ীতে উঠে খোলা হাওয়ায় দু'জনে চট ক'রে স্নান হয়ে উঠবে ।

অশোক । That's an idea ! Mrs Romola, you are marvelous !

(আর্ডেনের প্রবেশ)

আর্ডেন । বমলা ।

নমিতা । আমবা যাচ্ছি এবার—

আর্ডেন । এত শিগগির ?

নমিতা । অনেকক্ষণ একা পায়নি আপনাকে...তাই বমলা আমাদের সবিয়ে দিচ্ছে ।

(নমিতা ও অশোকের প্রস্থান)

বমলা । ধেং...মিথ্যাবাদী—

আর্ডেন । বাগ কবছ কেন বমলা । এক বছর আগে ঠিক এই দিনটাতে আমবা মিলিত হয়েছিলাম । এই মিলনোৎসবে যে বন্ধু-বান্ধবীদেব আমন্ত্রিত ক'বে এনেছিলুম তাদের সান্নিধ্যে, তাদের কলহাস্যে, গৃহ আমাদের আজ সারাদিন মুখরিত হয়েছে সত্য কিন্তু তাব মাঝখানে আমরা তো

দুজনাকে কাছাকাছি পাইনি একটি বাবু ! এসো, এই
টাদেব আলোয় এবাব আমরা দুজনে খানিকক্ষণ পাশাপাশি
বসি। উৎসব শেষে দুজনাকে দুজনে নূতন ক'রে বরণ
করে নিই।

বমলা। কিন্তু উৎসব তো আমাদের এখনও শেষ হয়নি।

আর্ডেন। কেন বমলা...

বমলা। ষাঁবা আমাদের জীবনের গ্রন্থি-বন্ধন ক'বে দিয়েছেন, ষাঁদের
মমতায় আজ আমাদের এই স্বপ্নকুঞ্জ রচনা সম্ভব হয়েছে,
তাঁরা তো এখনো পৌঁছলেন না—

আর্ডেন। বড় আশা কবেছিলুম . কিন্তু কেন জানি না ওঁরা এলেন
না। আমাদের জীবনের পথে পাথর দিয়েছেন সত্য,
কিন্তু হয়তো সেদিনকার সেই গুরু অপবাদ মন থেকে কোন-
মতে মুছে ফেলতে পারেন নি। তাই ওঁরা এলেন না।

বমলা। সত্যি। মানুষ যত উদার, যত মহৎই হোক, সেদিন আমবা
যে অপবাদ কবেছি—তা মন থেকে কেউ ক্ষমা করতে পাবে
না। আজও যখন ভাবি, অশ্রুতাপে, প্রানিতে আমার সমস্ত
অস্তব ছেয়ে যায়। সে যে কি দুঃসহ যাতনা—

আর্ডেন। থাকৃগে ওসব কথা বমলা। অতি বড় অপবাদের পথ দিয়ে
আমি পেয়েছি তোমাষ। এই পাণ্ডয়াব চেয়ে বড় সত্য
আমার জীবনে আব কিছু নেই। মন ভারী কোরোনা
বমলা, চোখে জল এনো না—ছিঃ বমলা—

(হাত ধরিল)

(মধুসূদন ও হেনরিয়েটার প্রবেশ)

- মধু । Is, it Romeo making love with fair Juliet ?
- আর্ডেন । Mr Dutt ।
- বমলা । Mrs Dutt ।
- মধু । Here my boy ! Take these flowers ! এই ফুলের
মত প্রসুটিত হয়ে উঠুক তোমাদেব ভালবাসা, আর তারই
সুখভি আনন্দিত করুক তোদেব—যাবা জীবন-যুদ্ধে ক্লান্ত—
Worried ! Looking with longing lingering
looks behind
- বমলা । Mr Dutt ।
- মধু । What nonsense ! আনন্দ উৎসবে বেহাগ গাইতে শুরু
কল্প'ম ? My boy । Are you happy ? Have you
got a good start in life ?
- আর্ডেন । ইয়া, আপনাব দয়ায়—আপনাব প্রদত্ত অর্থসাহায্যে আমি
আজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত ।
- মধু । Is it ! Look here darling !—তোমায় বলিনি—ওদেব
ঘবে আমবা আলো জালাবো ? আমাদেব ঘবও অন্ধকার
হল না, সে ঘবেব—আলো.. Albert । Where is my
boy । Albert ।
- হেন । ওই তো—ওই দিকে গেল ।
- আর্ডেন । ভেকে আনছি—
- মধু । No, let the boy play his childish game and let
us enjoy our divine ecstasy ! হেনরিঘেটা, আমরা

এসেছি এ বাড়ীতে আলো জ্বালাতে, আলোর বর্ণা নামিয়ে
আনো তুমি।

(হেনরিয়েটার গান)

ফুটিল বকুল ফুল কেন লো গোকুলে আজি
কহলো স্বজনি।

আইল কি ঋতুবাজ পরিল কি ফুল সাজ
বিলাসে ধবণী।

তমালের তলে চল গুনি বেণু বব
আসিল বসন্ত যদি আসিবে মাধব।
কুবলয় পবিমল নহে এ স্বজনি চল
শ্রাম চন্দ্র দেহ-গন্ধ মনে অনুমানি
সখি, গোকুল বতন মোব

এসেছে আপনি।

আর্ডেন। Mrs. Dutt। কি সুন্দর বাংলা কীর্তন শিখেছেন।
হেন। বমলাই তো শিখিয়েছে ওই ব্রজাঙ্গনার গান।
রমলা। কিন্তু গুরুকেও ছাড়িয়ে গেছ।
যধু। Splendid! হেনবিয়েটা, you are charming!

(আলিঙ্গন করিতে গেলেন)

হেন। কি কচ্ছ?
যধু। (চকিতে) Oh, it looks awkward! Pardon me.
Ladies and gentleman...I mean gentlemen.

(অভিবাদন করিতেছিলেন—চাপরাসী
আসিয়া অভিবাদন করিল—তাহাকেই
মাইকেল অভিবাদন করিয়া বলিলেন)

চাপরাসী । সাব, চিট্টি ।

(এই সময়ে নেপথ্যে কতকগুলি পাখী
ডাকিয়া উঠিল)

মধু । Wherefrom are you hailing my chirruping
bird !

চাপ । সাব, চিট্টি ।

মধু । Oh ! It is the bird of Paradise ! নন্দন
কাননের পাখী ডাকছে ! তোমরা বোসো, আমার একটা
engagement আছে, যাবার পথে তোমায় নিয়ে যাব
হেনবিয়েটা ।

(প্রস্থান)

(আলবার্টের প্রবেশ)

আল । ম্যামী, ওকি ডাকছে ?

বমলা । আমাদের পাখী—

আল । আপনাদের পাখী—

আর্ডেন । হ্যা, আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, ভাবতবর্ষ নানান দেশের
নানা পাখী ।

আল । কি হয় অত পাখী দিয়ে ?

আর্ডেন । যাদের পুষবাব সখ আছে, তারা আমাদের কাছ থেকে
কিনে নেয় । দেখবে পাখী ?

অ্যাল। হঁ, আমিও নেব পাখী।

(ঘাইতে ঘাইতে থামিল)

আর্ডেন। দাঁড়ালে যে। এসো, পাখী নেবে—

অ্যাল। না—

আর্ডেন। কেন ?

হেন। যাও না অ্যালবার্ট—

অ্যাল। কিন্তু আমাদের তো টাকা নেই মামী, কিনবো
কি কবে ?

আর্ডে। সে জন্তে তোমাঘ ভাবতে হবে না—অমনি দেব—
এসো—

অ্যাল। সত্যি ? চলুন তাহলে—শিগগীৱ চলুন—

(অ্যালবার্টসহ আর্ডেনের প্রস্থান)

হেন। Poor thing ! দেখলে রমলা, তাতে আমাদের পাখী
কেনবাব পরমা নেই—তাও ওই শিশুটি পর্যন্ত এমন ক'বে
জেনেছে...

রমলা। ওব দোষ কি ? আপনারা মানুষকে দান কববার
সময় একটীবাবও ভেবে দেখেন না, ঘরে নিজেদের
খাণ্ডেব সংস্থান রইল কি না। তার ওপব আমাদের
মত—

হেন। থাক্ ও কথা রমলা,—সাবাজীবন দুঃখ সয়েও যিনি
সুখ-দুঃখের বিধাতা...তাঁব ওপব বিশ্বাস বেখে এসেছি
বোন, কিন্তু আর বুঝি পাবছি না...সব বিশ্বাস হারাতে
বসেছি এবার !

রমলা । আমায় ..আমায় সব খুলে বলুন আপনাদের কথা—
 হেন । কি বলব রমলা ! শশিষ্ঠার বিয়ের পর শশিষ্ঠা আব ফ্লয়েড
 ...মিল্টনের ভার নিয়ে তাকে কাছে রেখেছে—কোলের
 ছেলে অ্যালবার্ট বয়েছে শুধু এখানে । কিন্তু ঐ একটীকে
 নিয়েও কি কম দুঃখ । তবু তবু তো কারুকে সে দুঃখ
 এতদিন বুঝতে দেইনি । ঐ অ্যালবার্টকে ছেঁড়া জামা
 পবিয়েছি, কত দিন উপবাসে বেখেছি । ছেলের গায়ে
 ছেঁড়া জামা দেখলে, ছেলেব শুকনো মুখ চোখে পড়লে
 পাছে উনি কষ্ট পান, তাই অ্যালবার্টকে কত সময় ওঁব
 সামনে থেকে লুকিয়ে বেখেছি । উপবাসী অ্যালবার্টকে
 বুকে জড়িয়ে রাত ভোব একা বৈদেছি কিন্তু ওঁব
 শোবার ঘর আমি সাজিয়ে বেখেছি—ফুল দিয়ে,
 প্যাবিসিয়ান সেন্ট দিয়ে । স্বপ্ন-বিলানীব সমস্ত উপকরণ
 দিয়ে । কিন্তু...আজ ?

রমলা । মিসেস Dutt
 হেন । আব পাবছি না রমলা । নিষ্ঠুর আঘাতে কবির স্বপ্ন-স্বর্গ
 চূষমার হয়ে যাচ্ছে । ওকে কেমন কবে বাঁচাব
 ভাই ? ব'লে দাও, আমি কি ক'বতে পারি...ওকে বাঁচিয়ে
 রাখতে ?

(আর্ডেন ও অ্যালবার্টের প্রবেশ)

অ্যাল । ম্যামী, ম্যামী ! একি, তুমি কাদছ ম্যামী ?
 হেন । না অ্যালবার্ট, কাদব কেন ?
 অ্যাল । তোমার চোখে জল ।

হেন। দূর বোকা ছেলে ! জল কোথা ! পাখী দেখলে ?

অ্যাল। কি সুন্দর...তোমায় কি বলব ম্যামী ! উনি আমায় দেবেন
ব'লেছেন। এসো না, কি কি পাখী নেব তুমি আমায়
বেছে দেবে।

হেন। চল। আমি আসছি ভাই—

(হেনরিয়েটা ও অ্যালবার্টের প্রস্থান)

আর্ডেন। কি হয়েছিল বমলা ? একি। তোমাবও চোখে জল !
রমলা—রমলা—

(হাত ধরিল)

বমলা। বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি আজ জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে।
এমন কি কেউ নেই—তঁাব জীবনের ভাব গ্রহণ ক'বতে
পাবে—তঁাকে বাঁচিয়ে তুলতে পাবে ?

আর্ডেন। রমলা। পাবে হয়ত অনেকেই Michael Dutt-
এর বন্ধুত্ব অভাব নেই। কিন্তু বমলা, আমরা যে
জাতিচ্যুত।

(দৃশ্য ঘুবিয়া গেল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

পাবলিশারের বাড়ী

(তিন জন পণ্ডিত ও পাবলিশার)

১ম পণ্ডিত । এঁয়া ! মাত্র ৫২ টাকা দিচ্ছেন ? আমার এমন গবেষণামূলক
নিবন্ধ “আদর্শ হিন্দুধর্ম সংরক্ষণ কবিতা বহু কল্পক্রম”—তার
তার এই সামান্য মূল্য ধার্য্য করেছেন ।

প্রকাশক । ঐ নিন মশাই ।

১ম প । ঐ নেব ! দিন আব কিছু দিন ।

প্রকাশক । আচ্ছা সে এখানে নয় দোকানে যাবেন, দিয়ে দেব 'খন
২২ টাকা—

১ম প । ২২ টাকা ! গুনলে তর্কবাগীশ ! কালে কালে এ কি
হ'ল বল ত ভায়া । আমাদের উপযুক্ত মূল্য দিতে কীর্ণণ্য
...আব এদিকে আজকাল রামা-শ্যামার লিখিত পুস্তক
টাকা খবচা কবে মুদ্রিত কবাচ্ছেন ।

প্রকাশক । বামাশ্যামার বই কেন ছাপাব ? টাকা আমাব কি অতই
সস্তা...

২য় প । তা নয় তো কি বলব ভায়া ? নইলে ওই যে একটু আগে
বললেন মধুসূদন দত্তের কাছ থেকে লোক আসবার
কথা আছে ! মধুসূদন দত্ত ...সে হ'ল আবাব একটা
লেখক ?

প্রকাশক। আপনারা মধুসূদন দত্তকে তাচ্ছিল্য করলে তো হবে না...
দেশেব বড় বড় রাজা-বাজড়া তাকে মেনে নিয়েছে।
জানেন... বেলগাছিয়া নাট্যসমাজে ওঁ'র লেখা নাটক
অভিনয় হবে।

১ম প। মধুসূদন দত্তে'র লেখা নাটক। তা হবে অভিনয়। দুঃশ্রবস্ত,
চ্যুতসংস্কারস্ত, নিহতার্থস্ত, অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ প্রভৃতি
অলঙ্কারে'র সকল দোষে ছুঁই যাব বচনা...

৩য় প। এবং বিজাতীয় বসোন পলাও গন্ধে বমনোদ্ভেককারী সেই
ধর্মত্যাগী কুগাও...

(গৌরদাস বসাকের প্রবেশ)

গৌর। নমস্কার।

প্রকাশক। আপনি ..

গৌর। আমি এলুম মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাছ থেকে।

প্রকাশক। ওঃ—

গৌর। সেই অপ্রকাশিত বচনাগুলি কিনে নেবেন ভবসা দিয়ে-
ছিলেন আপনি ..

প্রকাশক। ভরসা তো দিয়েছিলুম, কিন্তু কথা হচ্ছে...লেখা বাজাবে
চলা নিয়ে। তাই ভাবছি...

গৌর। ভাবছেন।

প্রকাশক। দেখুন...একবার কথা যখন দিয়ে কেলেছি ..কথা'র
নডচড় করব না...সমস্ত অপ্রকাশিত বচনা'র জন্যে আমি
১০০ টাকা দিতে পারি...

গৌর। মাত্র একশ টাকা!

- ১ম প। যথেষ্ট—যথেষ্ট। প্রকাশক মশাই ও টাকাটা দিচ্ছেন।
হৃৎস্বকে সাহায্য করতে।
- ২য় প। তাও কবা উচিত নয়। ধর্মনিষ্ঠ বাঙালী সেই অহিন্দুকে
সাহায্য করলে ধর্মের কাছে পতিত হবে।
- ১ম প। শ্লেচ্ছ, অনাচারী, পাষণ্ড ..
- ৩য় প। সর্বোপরি মজুপায়ী এবং কুক্কট মাংসভোজী।
- ২য় প। ফেরজ রমনীর সহবাসে সত্যত নিবয়গামী—
- গৌর। আপনাদের কাছে আমার কাতর মিনতি, বাইরের
আচরণ দেখে আপনারা তার ওপর অবিচার করেন
না। পারিবারিক জীবনের দিক থেকে আপনাদের
বিচারে মধু যতই নিন্দনীয় হোক তবু এ কথা তো
আপনারা অস্বীকার করতে পাবেন না যে এত বড় কবি-
প্রতিভা বাংলা দেশে আছেন।
- ১ম প। কিসের প্রতিভা হে? বলি ই্যা হে ছোঁড়া, কবি
প্রতিভা কাকে বলব? কতকগুলি পাশ্চাত্য কবির
অঙ্ক অনুকরণ ক'বে বঙ্গভারতীর মন্দিরকে যে অশুচি
করবাব স্পর্শ রাখে, তাকে কবি বলব।
- গৌর। কবি প্রতিভার কোন জাতিবিচার নেই; তা ফুলের মত
পবিত্র। সব দেশের সব ফুলেই মায়েব পূজা চলে।
- ২য় প। কথা শুনেছেন সার্কভৌম মশাই?
- গৌর। আপনারা এই কথাটা ভুলবেন না—মধু আচার ব্যবহারে
ইংবেজ, বিলাসিতায় ফরাসী, অধ্যয়নশীলতায় দুরন্ত
জার্মান—কিন্তু কোমলতায়, স্নেহপ্রবণতায় মনে প্রাণে সে

চিরদিনই খাঁটি বাঙালি।...আজ প্রেসেব দেনা মেটাতে
সে পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি তাকে ধবধ
পাঠিয়েছি...বড় আশা নিয়ে আসছে আপনাদের এখানে,
তাকে নিরাশ ক'রবেন না। (প্রকাশকে) আপনাব
প্রাণে কি এতটুকু মমতা নেই।

১ম প। মমতার কথা যদি তোলো বাবাজি, তাব অপ্রকাশিত
কবিতার গ্রাম্যমূল্য তো প্রকাশক মশাই ধবে
দিয়েছেন।

গৌব। ওকে বলছেন আপনাবা গ্রাম্যমূল্য!...মেঘনাদবধের
কবি...বাংলাব পণ্ডিত সমাজেব কাছে এই মূল্য
পাবে...

২য় প। যথেষ্ট হ'রেছে বাবাজি, যথেষ্ট। মেঘনাদবধের কথা
তুললে.. ও মূল্যও দেওয়া উচিত নয়।

গৌব। কেন?

২য় প। মেঘনাদবধ আবাব কাব্য নাকি। ভগবান শ্রীবাম-
চবিত্রকে হীন ক'বে...অনার্য বাক্স প্রীতি.

৩য় প। পাষণ্ডটা নিজেই একটা বাক্স—বুঝেছ...এই মধুসূদন স্বয়ং
দশানন ..

(মধুসূদনের প্রবেশ)

মধু। Yes! Gentlemen, you are right. মিস্টন
নিজে তাঁব স্রামসন, মহাকবি গেটে নিজে তাঁব ওয়ার্টার,
ডিকেজ নিজে তাঁব কপাবফিল্ড, বায়বণ নিজে তাঁব
হ্যারোল্ড—and your Madhusudhan is himself

that Great Ravana of Meghnad Badh. কাকন-
সৌধ-কিরীটিনী-লঙ্কাপতি রাবণের মত আমার সব আছে
...কিন্তু সবই হারাতে বসেছি! কেন জানেন?

“বিধি প্রসারিচ্ছে বাজু বিনাশিতে লঙ্কা মম
কহিলু তোমারে। ”

একি, সবাই এমন চুপচাপ কেন! একা আমিই
ব'কে মরছি! (গৌরদাসকে একধারে টানিয়া লইয়া
চাপা গলায় কহিলেন) গৌরদাস, কি স্ববব? ওঁরা
আমাব অপ্রকাশিত বচনাব কি দাম দিতে চান? অন্ততঃ
হাজ্জাব পাঁচেক নিশ্চয়, কি বল?

গৌব। না—

মধু। না! কত দিতে চায়?

গৌব। দেখনা—

প্রকাশক। এই নিন ..আম্নন দত্তসাহেব, সই করুন...

(একখানি একশ টাকার নোট মধু-
সুদনেব হাতে দিতে গেলেন)

মধু। What! আমাব দাম মাত্র একশত টাকা—Nonsense!
মাইকেল মধুসুদনেব প্রতিভার দাম যাব। একশত টাকা
ধারণ্য করে—তাদেব বইয়েব ব্যবসা না ক'বে মুদীখানা
খুলে—চাল, ডাল বিক্রি করা উচিত।

(নোট ছুঁড়িয়া ফেলিলেন)

১ম প। আমরা যাই প্রকাশক মশাই—

প্রকাশক । বসুন না...ভয় কিসেব

২য় প । ভয় আবার কি ! মজুপায়ী ফিরঙ্গ সহবাস আমাদের সহ
হচ্ছে না—

পণ্ডিতদ্বয় । নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই ।

(পণ্ডিতদেব প্রস্থান)

মধু । এদেব বুঝি ডেকে এনেছিলেন আমাব প্রতিভার বিচার
কর্ত্তে ? ...জানেন, বাংলাব শ্রেষ্ঠ প্রতিভা যাঁরা... তাঁরা
আমাকে স্বীকার ক'বে নিয়েছেন ।

প্রকাশক । কি করব বলুন ? পণ্ডিত বিজ্ঞানাগর, রাজা প্রতাপচন্দ্র,
বাজা ঈশ্বরচন্দ্র, বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি ছুঁচাব
জনা বিজ্ঞোংসাহী লোক যেমন আপনাব বচনাব তারিফ
কবেন—তেমনি বাংলা দেশে আপনাব বিরুদ্ধ দলেবও
অভাব নেই ।

মধু । তাবা কারা ?

প্রকাশক । কেন ? হবকবা কাগজ, আপনার Captive Ladyকে
বলেছে amateur কবিতা । একজন মহামহোপাধ্যায়
আপনাব শর্মিষ্ঠা পড়ে বলেছেন “এটা নাটকই হয়নি”—
আপনার অমিত্রাক্ষর প্রবর্ত্তনে কতজন বলেছে—
“Worthless issue of drunkenness and stupi-
dity”—

মধু । Drunkenness and stupidity !

প্রকাশক । আমি পণ্ডিতদের মতামত নিয়েছি—ওঁরা বলেন, আপনার
বই বাজারে নেবে না—কারণ বাংলাদেশের অস্তর

আপনি কখন স্পর্শ করতে পাববেন না। বাঙ্গালীর
অন্তঃপূবে আপনি অভিশপ্ত—জাতিচ্যুত—অস্পৃশ্য !
রাস্ত্রিব হ'ল এখন উঠি, যদি কিছু বক্তব্য থাকে দোকানে
গিয়ে দেখা কববেন। কিছু মনে করবেন না, তাহলে
আসি...মশাই—নমস্কাব।

(প্রস্থান)

মধু। I see—I see ! Gourdash, perhaps they
are right। বাংলা দেশ আমায় গ্রহণ করবে না। তা
হ'লে এক কাজ কব গোব, কেমব্রীজ যুনিভার্সিটির যে
প্রফেসারটী আমার লাইব্রেরী দেখে ত্রিশ হাজার টাকা দাম
দিতে চেয়েছিলেন—তাকে খবব দাও—

গোব। তুমি লাইব্রেরী বিক্রী করবে।

মধু। That's my last recourse, my friend। বাঙ্গালী-
সমাজ আমায় না গ্রহণ করুক—বাঙ্গালীব কাছে যত ঋণ
কবেছি—সে ঋণ তো আমায় শুধতে হবে!...আমি
লাইব্রেরী বিক্রী করব—আমার সমস্ত manuscript,
rare collections বিদেশীব হাতে তুলে দেব।

(রক্তবমন)

গৌর। মধু মধু—একি...রক্তবমন!

মধু। ভয় পেয়োনা গৌরদাস! নিজের হাতে লাইব্রেরী শূণ্য
ক'রে দিয়ে আমি বাঁচব—বাঁচতে পারব—

(দৃশ্য ঘুবিয়া গেল)

তৃতীয় দৃশ্য

মাইকেলের গৃহেব বসিবার ঘর

(পাণ্ডনাদারগণ)

১ম পা। খানসামা। খানসামা ! বাবুর্জি, বাবুর্জি, কুঠীতে কে আছে ?

২য় পা। কেউ নেই ভায়া, মাইনে না পেলো কাঁহাতক লোকে ঘরের খেয়ে বনেব মোষ তাড়াতে পাবে ? দত্তমায়েবের খানসামা, বাবুর্জি সব ভেগেছে। এস, আমবা চেপে বসি ..

১ম পা। ভাগলে তো চলবে না ! বাবুর্জি শালা ব'লেছিল, সায়েব আজ আমাব ঘি ময়দার বিল শুধবেই। কম নয় তো হে, আজ এক বছর ঘুরে চলল—হাতটি উবুড কববাব নাম নেই.. অথচ ৪৯৩৮/৬ পাই বাকী।

২য় পা। পাঁচশ, সাতশ ছেড়ে দাও দাদা, আমার চায়ের ১১৮/৩ পাই আজ এগাবো মাসের ওপর পাওনা। তাই যখন দিচ্ছেনা, তখন ও মোটা টাকা আর মিলছে না।

১ম পা। আলবৎ মিলবে। দামোদর সাব নাতি নন্দচুলাল সা... একটা পাই পয়সাও ছাড়বে না চাঁদ। কোর্টে নালিশ দেব, সব প্রপাটি এ্যাটাচ ক'রুব...

২য় পা। হুঁ...প্রপাটি নেবে। প্রপাটির মধ্যে সায়েব নিজের, বিবি, আর দুটো আঙা বাচ্ছা।

১ম পা। কেন আর সব ?

২য় পা। মহাদেব চক্রবর্তীর মামলায় সব খুইয়েছে।

১ম পা। অ্যা, বল কি। তবে আমার উপায় ? ওই যে...
সায়েরের ছেলেটা নয় ? হ্যাঁ, ঐ তো সিঁড়ি দিয়ে উঁকি
দিচ্ছে ! এই খোকা, শোনো শোনো ..

(আলবার্টের প্রবেশ)

অ্যাল। আমায় ডাকলেন ?

১ম পা। তোমাব বাবা কোথায় হে ?

অ্যাল। বাবাব বড্ড অসুখ , তিনি শুয়ে আছেন।

১ম পা। হুঁ, টাকা দেবার বেলায় অসুখ হ'বে শুয়ে আছেন।
জিনিষ ধার নেবার সময় তো দিব্যি এগিয়ে এসে হাত
পাততে পাবেন ! ওসব চালাকী খাটবেনা—ডাক
তোমাব বাবাকে।

অ্যাল। সত্যি বলছি তাঁব ভয়ানক অসুখ। আপনারা ঈশ্বরের
কাছে প্রার্থনা করুন...তিনি যেন শিগগির ভাল হ'য়ে
ওঠেন।

১ম পা। তিনি ভাল হোন...পটল তুলুন· কিছুতেই আমাদের কিছু
এসে যায় না। মোদ্দা, মাতালটা গোল্লায় যাবাব আগে
আমাদের টাকাটা পেলেই হয়।

অ্যাল ! আপনারা চ'লে যান· চ'লে যান্ এখান থেকে।

১ম পা। টাকা না পেয়ে এক পা নড়ছিনা...ডাকো তোমার
বাবাকে।

- ২য় পা। লুকিয়ে থাকলে চলবে না। ধারে জিনিষ নিয়ে শুধবাব নাম
নেই...লজ্জা কবেনা ?
- ১ম পা। এদিকে আবাব কেতা ছবস্ত সায়েব।
- ৩য় পা। সায়েব। গলায় গামছা দিয়ে টেনে এনে অপমান
ক'রুব !
- ২য় পা। ডাকো সবাই টেঁচিয়ে, দত্তসাহেব. .দত্তসাহেব...

(সকলে ডাকিতে লাগিল। আলবার্ট
কাঁদিয়া ফেলিল। কোলাহল শুনিয়া
মাইকেলের প্রবেশ—দৃষ্টি তাঁর উদ্ভাস্ত)

- মধু। Gentlemen...আপনাবা কি চান ?
- ১ম পা। কি চাই...চিন্তে পাবো না—সাহেব ? টাকা চাই .
টাকা ..
- মধু। টাকা...
- ২য় পা। মথুচ্ছব ধাবে থেয়েছো একটা কানাকড়ি দাওনি .কি
চাই জিজ্ঞাসা ক'রুতে চক্ষুলজ্জাও হয় না। শিগ্গির ফেল
আমাদের টাকা ..
- মধু। আর একদিন আসবেন—
- ১ম পা। সেটি হচ্ছেনা...এক্ষুনি চাই. নইলে অপমান হবে বলে
দিচ্ছি. ভয়ানক অপমান হবে
- মধু। কিন্তু আজ তো টাকা নেই...
- ২য় পা। নেই !
- মধু। কোথায় পাবো ?
- ১ম পা। কিন্তু সাহেবী-আনা ক'রুতে তো দেব টাকা জোটে ?

সাহেবী খানা, বাবুর্চি, চাপরাসী...সব দিকে কেতা ছরসু—
ষেন লাটসাহেব আব কি।

২য় পা। অত লাটসাহেবী ক'বুলে আমাদের টাকা দেবে
কি ক'বে?

মধু। কি ক'বে টাকা দেব আমিও জানিনা। কিন্তু বিশ্বাস
করুন—দিতে পারলে আপনাদের আমি শুধু-হাতে
ফেবাতুম না! যা পান আমার কাছে..নিঘে নিন্
আপনারা—সব নিঘে আয়ায় অব্যাহতি দিন্ অব্যাহতি
দিন...

পাওনাদাবগণ। হ্যা, সেই ভাল...সেই ভাল...

(মাইকেল যন্ত্রচালিতের মত হাত
তুলিয়া দাঁড়াইলেন...পাওনাদাবগণ ছোঁ
যারিয়া কেহ বুতাম, কেহ টাইপিন...
যে যাহা পাবিল...ছিনাইয়া লইল। জামা
ছিঁড়িয়া গেল)

(হেনরিমোটোর প্রবেশ)

হেন। একি! একি ক'রছেন আপনারা। আমার স্বামীর
গা থেকে...

১ম। এই বে, যেমনাঘেবটীও এসেছেন!...খুষ্টান হ'য়ে ওই
মেম্ বিয়ে ক'বুলে! ওর জন্তে তুমি তোমাব নিজের
সর্বনাশ ডেকে আনলে..

হেন। আমার জন্তে!

১ম। ম'লেও কেউ ছুঁতে আসবে না...মেথর মুদ্রা ফরাসে তোমার লাস বইবে।...

(পাণ্ডনাদারগণের প্রস্থান)

হেন। ওগো, একি হ'ল ! শুধু আমার জন্তে তোমার এই দুর্দশা ! দেশের লোক তোমার ছায়া স্পর্শ ক'রবেনা—

মধু। দেশের লোক আমাব ছায়া স্পর্শ করবে না ! কেন ? সত্যিই যদি আমি কোনো অপবাদ ক'বে থাকি Still gentlemen, I am a wretched son of mother Bengal ! তোমরা আমাব ভাই, তোমরা আমাব বন্ধু,— আমি স্ত্রী পুত্র নিয়ে অনাহাবে মববো...এই কি তোমরা চাও ? তোমাদেব মধু, তোমাদেব কাছে ভিক্ষে চাইছে ..তাব জন্তে তোমরা দু' ফোঁটা চোখের জল ফেল তাকে ভিক্ষে দাও .Help me ! Friends, Brethren, Countrymen ! Help...Help...

(এক দিকে হেনরিয়েটা আর এক দিকে বালক অ্যালবার্ট.....রক্তমান স্ত্রী পুত্রের মাকথানে দাঁড়াইয়া—অসহ্য বুকুকের মত মাইকেল যেন দর্শক মণ্ডলীর কাছে হাত পাতিয়া ভিক্ষা চাইতে লাগিলেন)

(দৃশ্য ঘুবিয়া গেল)

চতুর্থ দৃশ্য

মাইকেলের লাইব্রেরী ঘর

(গৌরদাস ও মনোমোহন)

গৌর । পাণ্ডনাদ্য সব কেড়ে নিচ্ছে । কিন্তু যে ক'রে হোক
এই লাইব্রেরীটিকে আমাদের রক্ষা কবতে হবে...

মনো । দেনা তো কম নয় !

গৌর । কিন্তু তবু উপায় নেই । দেনার দায়ে অতিষ্ঠ হ'য়ে সেদিন
লাইব্রেরী বিক্রী ক'বতে চেয়েছিল ..এমনি আশ্চর্য্য,
নিজেব মুখেও সে অমঙ্গল কথা মধু সইতে পারেনা—সঙ্গে
সঙ্গে হ'ল রক্তবমন । লাইব্রেরী হাবালে ও কিছুতে
বাঁচবে না ।

মনো । যিনি ছিলেন পাথবেব মত শক্ত...তিনি আজ আঘাত
পেয়ে জীর্ণ হ'য়ে পড়েছেন । নইলে গুঁব প্রবর্তিত অমিত্র-
ছন্দে যখন তিলোত্তমা-সম্ভব প্রকাশিত হ'ল...কত লোক
বাজ কবিতা বচনা ক'রে গুঁকে বিক্রপ ক'বতে লাগলো ।
উত্তরে আমায় হেসে বললেন—মনোমোহন, কক্কু না
গুরা বিক্রপ । রণজিৎসিং বলতেন “সব লাল হো যায়গা”
...এবং কবি মাইকেল বলছেন “সব অমিত্রছন্দ হো
যায়গা”—তুমি দেখে নিও ।

গৌর । হয়তো সত্যিই সে একদিন হবে । কিন্তু যে একনিষ্ঠ-
পূজারী বন্ধু ভাবতীব্র বীণাতন্ত্রীতে এই নূতন ঝঙ্কার
জাগালো তাকে সহিতে হ'ল দারিদ্রের নিষ্পেষণ...
স্বজাতির অজস্র নিন্দাবাদ ।

মনো । যাক সে কথা ! হুঃখ ক'বে লাভ নেই । এখন ওঁকে কি
ক'বে বাঁচিয়ে রাখা যায়—সেই কথা বলুন !

গৌর । দেখ, আমি বাজা প্রতাপচন্দ্র, বাজা ঈশ্বরচন্দ্র, বাবু
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি যাঁরা মধুব গুণগ্রাহী...
ঠাণ্ডেব কাছে মধুব বর্ত্তমান অবস্থা বিশদরূপে জানিয়ে
চিঠি দেব ভাবছি ।...ওঁ'রা সবাই যদি সাহায্য ক'রতে
এগিয়ে আসেন ।

মনো । কিন্তু তাব আগে ওঁ'র বর্ত্তমান দেনার পরিমাণ কি, সব
ভাল ক'বে জানা দরকার—

গৌর । সে তো বটেই ! খবর দিয়ে আলবার্টকে পাঠালুম—কিন্তু
এখনো তো এই যে আলবার্ট । তোমার বাবা কি
ক'রছেন ?

(আলবার্টের প্রবেশ)

আল । ওই ঘবে দরজা বন্ধ ক'রে ব'সে আছেন । ডাকলুম—সাদা
দিচ্ছেন না .

মনো । সাদা দিচ্ছেন না ! তোমাব যা কোথায় ?

আল । মায়ের বড্ড জর ।

গৌর । জর হয়েছে ।

- অ্যাল। হ্যাঁ, Dady নিজের মনে কি সব বকে যাচ্ছেন...মাকেও
ডাকতে পারলুম না। ভয় পেয়ে আমি পালিয়ে এলুম।
- গৌর। তুমি তোমার মায়ের কাছে বোসো গে অ্যালবার্ট...আমরা
এক্ষুণি যাচ্ছি.. এস মনোমোহন...

(দৃশ্য ঘুরিয়া গেল)

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—মাইকেলের বসিবাব ঘর ।

[রক্তগৃহে মাইকেল একটা কবিতা
আবৃত্তি করিতেছিলেন । টেবিলের উপর
মদের বোতল ও গ্লাস]

মধু । “আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিহু হায়
তাই ভাবি মনে ।
জীবন প্রবাহ বহি কাল সিদ্ধু পানে ধায়
ফিবাব কেমনে ?”

নেপথ্যে গৌর । মধু ! মধু !

মধু । “দিন দিন আয়ু হীন, হীন বল দিন দিন
তবু এ আশার নেশা ছুটিলনা একি দায় ।”

গৌর । “ মধু ! মধু !

মধু । কে ?

গৌর । আমি গৌর—সঙ্গে মনোমোহন—শিগ্গির দবজা খোল ।

মধু । “রে প্রমত্ত মন মম, কবে পোহাইবে বাতি,
জাগিবি বে কবে ?
জীবন-উজানে তোর যৌবন-কুসুম ভাতি
কত দিন রবে ?”

[পুনঃ পুনঃ করাঘাত । মাইকেল
দয়জা খুলিলেন]

(গৌরদাস ও মনোমোহনের প্রবেশ)

গৌর । একি, এই ছপুবে সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ ক'রে—একি মধু, তুমি সুরা পান কচ্ছ ?

মধু । Is it a new discovery my old friend ? জানো না, মধু সর্বদাই মধু-পিয়াসী । Well Gour, নূতন নাটক লিখছি—‘মায়া কানন’ বেলগাছিয়া নাট্যশালার জন্তে । নাটকটা একবার পড়ে দেখতো । Drama finish করতে চাই ..অজয় ইন্দুমতিকে দিয়ে আত্মহত্যা কবিয়ে । কেমন হবে ?

গৌর । আত্মহত্যা । Tragedy ?

মধু । অত conclusion খুঁজে পাচ্ছি না । মাইকেলের শেষ জীবনেব নায়ক নায়িকা কিনা, They are destined to commit suicide.

[উপস্থাপরি দুই তিন পাত্ত গান করিলেন]

গৌর । আবাব খাচ্ছ ?

মধু । আঃ দাও না—

মনো । এ যে একেবারে জলহীন সুরা ! এ আপনি কি ক'রছেন ! এর পরিণাম ভেবে দেখেছেন ?

মধু । মনোমোহন, তোমরা কি চাও যে আমি ঐ ‘মায়া কাননের’ অজয় ইন্দুমতিব মত নিজের গলায় নিজের হাতে ছুরি বসিয়ে দিই ?

মনো । না-না...সে কি কথা ?

মধু । এই দুপুর রোদে এমন ভাবে বোতলেব পব বোতল ধরে
জলহীন মল্লপানের পরিণাম যে কি, সে আমি ভাল করেই
জানি মনোমোহন । কিন্তু আমার যে আর দ্বিতীয় উপায়
নেই বন্ধু । স্ত্রী রোগ-শয্যায়, ছেলে উপবাসী, আকর্ষণ দেনায়
ডুবে গেছি, পাওনাদার বাড়ী ব'য়ে এসে অপমান কচ্ছে ।
আমি কি করি ? What am I to do ? না—না—
পাত্রটা নিও না গোব । আমার খেতে দাও...আমায় খেতে
দাও...

গোব । না মধু, আমরা যখন এসে পড়েছি তখন তোমায় আব
এমন ক'রে আত্মঘাতী হ'তে দেব না ।

মধু । দেবে না গোবদাস ?

গোব । কি দেখছ অমন ক'বে একদৃষ্টে আমার পানে তাকিয়ে ?

মধু । 'Tis sweet to gaze upon those eyes,
Where love has treasured all his rays
of softest beam !

কিন্তু হায়, শুধু ভালবেসে যদি মাল্লব বাঁচতে
পারতো তা হ'লে তোমাদের মধু হ'ত অমব ! But
alas ! They have strangled me to death.
আত্মহত্যা ক'বে আমার বাঁচতে হ'চ্ছে ! I cannot rot
in poverty !

গৌর । টাকা তো তুমি কম রোজগার করনি ! মাসে দু'হাজার
টাকা . তবু...

মধু। Ah। My boy...my boy...মাসে ছ' হাজার টাকা।

“ভূতলে অতুল সভা ফটিকে গঠিত
তাহে শোভে বহুবাজি, মানস সবসে
সবস কমল কুল বিকশিত যথা।
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত স্তম্ভ সারি সারি
ধবে উচ্চ স্বর্ণ ছাদ, ফণীজ্র যেমতি
বিস্তারি অমৃত ফণা ধবেন আদবে
ধবাবে.....।

মেঘনাদ কাব্যে লক্ষাপুৰীকে যে কল্পনাব নয়নে এই ঐশ্বর্য্য
দিয়ে সাজিয়েছে—He cannot rot with Rs. 2000/-
a month মেঘনাদবধেব জন্মদাতা যে, তাকে বাঁচতে
হ'লে চাই at least Rs. 40000/- a year...or...or
I die in misery, in mental agony।

[পুনঃ বক্তৃ বমন]

(হেনরিগেটোর প্রবেশ)

হেন। কি হ'ল...কি হ'ল ?

গৌর। মুর্ছিত হ'য়ে পড়েছে—মনোমোহন, ডাক্তার...

মনো। যাচ্ছি..

[প্রস্থান]

গৌর। আপনি জব নিয়ে উঠে এলেন কেন ? ঘান...

হেন। একি। মুখে বক্তৃ ! দেখুন, আজকাল প্রায়ই এই রকম
রক্তবমন করেন। আমাব বড ভয় কবে গৌরবাবু...

গৌর । কিছু ভাববেন না । আমাদের প্রধান কর্তব্য...ওকে এখন সব বকম উত্তেজনার হাত হ'তে রক্ষা করা । একটু স্থস্থ হ'য়ে উঠুক, তার পর কিছুদিন কল্কাতার বাইরে গেলে মন্দ হবে না ।

হেন । কল্কাতার বাইরে

গৌর । উত্তর পাতার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখুজ্যে মশাই আগাকে লিখেছেন ..মধুকে তাঁর কাছে পাঠাতে । গেলে অন্ততঃ পাণ্ডনাদারের অত্যাচাব হ'তে বেহাই পাবে ।

হেন । যা ভাল বোঝেন করুন । আমার ভাববার ক্ষমতা নেই গৌরবাবু । আমাব মাথাব ভেতর ঝিম্ ঝিম্ ক'বছে ..

গৌর । আপনি যান ..আর এখানে নয়...শুধে পড়ুন গে—

মধু । হেন্‌রিয়েট । ..

হেন ! কেমন আছ ?

মধু । আঃ ..আমি তোমায় সুখী ক'বতে পারলুম না ! এ জীবনে কী বেখে গেলুম তোমাদেব জন্তে...poverty .. misery...boundless suffering ।

[হাত বাড়াইয়া মদের গ্লাস ধরিতে
গেলেন]

হেন । না, এ ভাবে তুমি আত্মহত্যা কবতে পারবে না !

গৌর । মধু, তুমি আমাদের মুখের পানে তাকাও । তোমাব অভাবে তোমার প্রিয়তমা স্ত্রী.. তোমার নাবালক সন্তানের কি দুর্দশা হবে, একবার ভেবে দেখ ভাই ।

মধু। স্ত্রী পুত্রের দুর্দশা। যেদিন জন্মভূমি সাগরদাঁড়ী ত্যাগ
ক'বে এলাম, পিতামাতার বৃকে বজ্রতুল্য আঘাত দিয়ে
“ওল্ড মিশন চার্চে” এসে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হ'লাম—তাবপর
হ'তে কত বাত্মি স্বপ্নে দেখেছি গৌর, অভাগিনী মা
জাহ্নবী আমার সম্মুখে পঞ্চব্যাজন অন্ন সাজিয়ে উপবাসী
ব'সে আছেন। দুই চোখ দিয়ে দবধাবে অশ্রুজল ঝরে
পড়ছে...মায়েব বৃকে যে এমন আঘাত দিল...সে যে তার
পত্নী পুত্রকে কাঁদাবে...বাজ্রবাণী মাকে যে উপবাসী রাখল
—সে যে তাব পত্নী-পুত্রকে উপবাসী বাধ্যবে.. এতো
স্বাভাবিক—এতো স্বাভাবিক।

হেন। তুমি চুপ্ কব...তুমি চুপ্ কর...

মধু। চুপ্ করবো একবাবে। যাও ..তোমার জর ..Sleep,
sleep, sleep my darling !

(দৃশ্য ঘুরিয়া গেল)

ষষ্ঠ দৃশ্য

মাইকেলের লাইব্রেরী ঘর

কোর্টের চাপবাসী বসিয়াছিল।

(নেপথ্যে মানিক) সায়েব কুঠিতে আছেন ?

কোর্টের চাপবাসী। আঃ—এদিকে আসবেন না...সাহেব কুঠিতে
নেই—

(মানিক পাটাদারের জোর করিয়া প্রবেশ)

মানিক পাটাদার। আছে, আছে,—ও দাতের ডাক্তাবেই আমি চিনি।
ও বাড়ীতে থাক্‌তিও নাট কইয়া পাঠায়। আমাবে
যাতি দাও—দাতের ডাক্তাবেই কাছে যাতি দাও ..

[সামনে অগ্রসর হইল]

ডাক্তার সায়েব...ও ডাক্তার সায়েব ! বাও কবে না কেন ?
চাপরা। আঃ.. বেবিগে যান মশাই—বেবিগে যান—

[নন্দলাল নামক পূর্বোক্ত সেই

১ম পাণ্ডনার ও বেলিকের প্রবেশ]

নন্দ। আপনি কে ?

মানিক। আমি শ্রীমান মানিক পাটাদার। ট্যাঙ্ক প্রতি চাইব
আন। সুদে দত্ত সায়েবেবে দিয়া ছাওনোট লেখাইয়া ৪০০
নগদ দিছিলাম—চক্কোব বৃদ্ধিহাবে এহোন অবস্থা
দাড়াইছে এই যে, আশুল হইল ৪০০ শত, সুদ ১৬০০
শত। একুনে ২০০০ আমার পাওনা ! তাই সায়েবেব
কাছে—

নন্দ । সারের এখানে নেই । অস্থখ হ'য়ে মেমকে নিয়ে উত্তর
পাড়ায় গেছেন । সেখানে যাও ।

মাণিক । উত্তরপাড়ায় না একেবারে পগাড পার হইছেন ? কিন্তু
আমাব এই হ্যাণ্ডনোট

নন্দ । হ্যাণ্ডনোট ধুয়ে জগ খানাগ—টাকা আব আদায়
হচ্ছেনা—

মাণিক । কি । টাকা আদায় হবি না । দামড়া বাছুবেব লাহান
জোয়ান মর্দ ছাওয়াল চইক্ষেব সামনে দাপাইয়া মরছে—
সে পুতুব শোকও সহ্য কইব্যা আছি । কিন্তু এটটী ট্যাংহা
মারা গেলি, সে আমি সহ্য কবতি পাববো না । মালপতুব
কোবক দেব—ঐ ক্যাতাব—ঐ ক্যাতাব—

বেলিফ । দাঁডান মশাই । এই যে কোর্টের অর্ডার দেখুন—এব
সব ইনি আটাচ কবেছেন আজ আমবা মাল নিয়ে
যাচ্ছি ।

নন্দ । এই মুটে—মুটে—ওপবে আয়—

মাণিক । হায় হায়—আমাব চক্কোর বৃদ্ধিব দুই হাজাব—তাব কি
হবে । ও দাতেব ডাক্তাব ! নিজে বোগে ভুইগ্যা মবতি
বইছ ..আমাবেও মাইয়া গ্যালা...

(এই সময় বেলিফের লোকেরা বই
নামাইতে লাগিল)

ওই যে, খাবলা খাবলা ক্যাতাব নামায়...না, আমার
বুকের মাংস ছিড্যা নেয় ! আমি কি কবি...কি করি ..কি
কবি...আমি ওই পুতলা গুলান—ওই পুতলা গুলান—

(মিস্টন, সেক্সপীয়ারের মর্গ্নব মূর্তি ধরিতে গেল)

বেলিফ । থবদ্ধার, এ ঘরেব কুটো গাছ ধবতে যাবে তো এখুনি বার
ক'রে দেব—

মাণিক । হায় ভগবান, অনাথেব প্রাণ—শক্তিখাল মারনা আমারে !
হায় ভগবান—

(বুক চাপডাইতে লাগিল)

(আর্ডেন ও রমলাব প্রবেশ)

আর্ডেন । যা শুনেছি তাই । আপনাবা দাঁডান একটু—

বেলিফ । আপনি ?

আর্ডেন । আমি দত্ত সাহেবেব পবিচিত লোক । জানতে পাবি ..কত
টাকাব জন্ত লাইব্রেরী আটাচ কবা হ'য়েছে ?

বেলিফ । এক হাজার পাঁচশত তেব টাকা—ছ আনা তিন পাই । এই
দেখুন ..কোটের অর্ডার ।

(অর্ডার দেখাইল)

আর্ডেন । না—না—না—এ হতে পারে না—by no means ।
আপনারা দয়া কবে এক কাজ করুন

বেলিফ । বলুন

আর্ডেন । আমার সঙ্গে আসুন আমি আধ ঘণ্টাব ভেতব আপনাদেব
পাওনা মিটিয়ে দিচ্ছি ।

বেলিফ । আপনি—

আর্ডেন । আপনাদেব গাড়ী ভাড়া দিয়ে নিয়ে যাবো—লাইব্রেরীটি
দয়া ক'বে ছেড়ে দিতে হবে ।

বেলিফ । বেশ, পাওনা টাকা পেলে লাইব্রেরী দিয়ে আমরা কি কবব ?
চলুন, কোথায় যেতে হবে—

আর্ডেন । এগিয়ে যান—

(বেলিফ ও নন্দহুলালের প্রস্থান)

রমলা । দাঁড়ালে যে—

আর্ডেন । ভাবছি—ব্যাঙ্কে যদি অত টাকা—না থাকে আমাদের !

রমলা । ভাবনা কি । টাকায় না কুলোয়—আমাব গায়ে এই
গয়না আছে ।

আর্ডেন । রমলা...

রমলা । মহাকবি মাইকেলের বুকের বক্তে গড়া এই লাইব্রেরী ।
এই সেক্সপীয়ার, মিল্টন—এব সামনে দাঁড়িয়ে কত রাত্রি
তিনি অপলক চেয়ে চেয়ে সৃষ্টিব প্রেবণা পেয়েছেন !
লাইব্রেরী আমবা কিছুতে পাওনাদারের কবলে যেতে
দিতে পারি না—

আর্ডেন । এসো তবে—

(তাহারা চলিষা বাইতেছিল এমন

সময় মাণিক সামনে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল)

মাণিক । সতীলক্ষ্মী মা আমাব, এ অধম সন্তান মাণিক পাট্টাদাবকে
ভুইলো না মা ..আমাব চক্কোয় বুদ্ধিব দুই হাজার—

(দৃশ্য ঘুবিষা গেল)

সপ্তম দৃশ্য

উত্তরপাড়া লাইব্রেরী গৃহ

(শয্যায শায়িত মাইকেল...শয্যাপার্শ্বে
খোলা বই। মাটিতে শায়িতা হেনরিয়েটা
রোগ যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছেন। এক
পাশে বাসি ভাতের থালায় মাছি উড়িতেছে)

মধু। আঃ! Milton! জগতের মহাকবি মিল্টন..আমার
জীবনের আদর্শ মিল্টন তুমি হ'লে অক্ষ। মহাকবি
হোমার, শেষ জীবনে ভিক্ষা ক'বল মানুষের দ্বাবে দ্বাবে
...ভার্জিল, দ্যাস্ত, নিঃসঙ্গ নির্বাসনে হ'ল তোমাদের কবি
প্রতিভার সমাপ্তি। আর আমি..আমার পরিণতি তো
অন্ত বকম হতে পারব না। বিবাত ছুঃখ..বিবাত অভি-
শাপ. তাবই মধ্যে ধীবে ধীবে নোম আসবে যবনিকা!
Yes, I must die the glorious death of a Poet!
ওঃ—

(রক্তবমন)

হেন। আবার. আবার রক্তবমন...

মধু। কিছুনা...তোমার high fever...উঠোন। Sleep,
sleep, sleep my darling.

হেন। পাববো—উঠতে পাববো...একটু উঠে তোমায় না ধরলে
কে দেখবে। আমি...

(উঠিতে গিয়া পড়িয়া গেলেন)

উঃ—

মধু । পড়ে গেলে ! O Almighty God in Heaven !
Help ! Help !

(রক্তবমন)

(গৌরদাস ও মনোমোহনের প্রবেশ)

গৌব । মধু ।

মধু । হেনবিয়েটা...হেনরিবেটাকে বাঁচাও ভাই

(হেনরিয়েটাকে দেখাইলেন)

হেন । না, না আমার জন্তে কোন চিন্তা নেই, আমি মরতে ভয়
কবি না । শুঁকে দেখুন যদি পাবেন আপনারা আমার
স্বামীব জীবন রক্ষা করুন ।

গৌর । মধুকে আমরা দেখছি ..আপনি ব্যস্ত হবেন না ।

মধু । গৌব ।

গৌব । মধু ।

মধু । কেন জানিনা.. রোগ শয্যায় শুয়ে আজ কেবলই মনে
পড়ছে ছেলেবেলাব কত কথা । সেই সাগবদাঁড়ী গাঁ,
সেই কপতাক্ষ নদীর ওপারে জোৎস্না-প্লাবিত ঘন নীল
বনশ্রেণী । বুঝি কপোতাক্ষ তীবে বিসর্জনেব বাজনা
বেজে উঠেছে গৌর...বাতাসে ভেসে আসছে সেই দশমীর
বাঁদুধনি !...আমায়—আমায় নিয়ে যাবে একবাব
বাইরে ?

হেন । ধরুন...ধরুন, পড়ে যাবে মিঃ ঘোষ ঘান ওঁ'ব কাছে ।

মনো । গৌরবাবু বয়েছেন ভয় কি ?
 গোঁব । আমাব কাঁধে ভাল কবে ভব দাও মধু ..
 মধু । ওই দিকে ওই দিকে...ওই গঙ্গার ধারে ইজিচেয়ারে
 শুয়ে কলকলনাদিনী গঙ্গাব পানে তাকিয়ে থাকব হয় তো
 জীবনে আব সাগবদাঁড়ীতে যাবোনা কপোতাক্ষকে দেখতে
 পাবনা—Still ওই গঙ্গাব জল It will remind
 me...সেই কপোতাক্ষ নদ...সেই তাব দুঃখশ্রোত...

“সতত হে নদ তুমি পড় মোব মনে
 সতত তোমাব কথা ভাবি এ জীবনে .
 বহুদেশে দেখিয়াছি বহু নদ দলে
 কিন্তু এ স্নেহের তৃষা, মিটে কাব জলে !
 দুঃখ শ্রোতরূপী তুমি ..স্বপ্নভূমি স্তনে ।”

(গৌরদাসের কাঁধে ভর দিয়া বাহির
 হইয়া গেলেন)

মনো । (হেনরিগেটাকে) আপনি একটু উঠতে চেষ্টা কবেন ..
 আমি ধবছি...ওই থাটের ওপর উঠে শোবেন ।

(হেনরিগেট খাটে বসিলেন)

অ্যালবার্ট কোথায় ?

হেন । জয়কৃষ্ণ বাবুদেব বাড়ীতে পাঠিয়েছি । ছেলেমানুষ ..
 কণীব কাছে সাবাক্ষণ থাকে.. তাই—

মনো । একটা আইসক্যাগ ..(এদিক ওদিক চাহিয়া) একি !
 ঘরের ভেতর এঁটে খালা পড়ে বয়েছে !...পরিক্ষাব ক'বে
 দিই ।

হেন। না, না করছেন কি...ফেলবেন না—

মনো। কেন!

হেন। অ্যালবার্ট যে ফিবে এসে থাকবে...

মনো। ও ভাত। অ্যালবার্ট থাকবে।

হেন। হ্যা—হ্যা—

(হেনরিয়েটা কাঁদিতে লাগিলেন)

(মনোমোহনের চোখে জল আসিল।

যেন তাহা লুকাইবার জন্তই উঠিলেন)

মনো। আপনি একটু একা থাকুন আমি এক্ষুণি আসছি...
আইসক্যাগ...

হেন। একটু অপেক্ষা করুন মিঃ ঘোষ ..বাস্তব হবেন না...একটু
কথা আছে আমার—

মনো। কি বলুন তো?

হেন। আপনাকে আজ কয়েকটি কথা বলে যেতে চাই। হয়তো
আব সময় হবে না। এ দুর্দিনে আপনি আর গৌর
দাস বাবু ছাড়া আব যে আমাদের এমন বান্ধব কেউ নেই,
মিঃ ঘোষ

মনো। বলুন...

হেন। দেখুন, আমি বাঙালী নই যুবোপীয় খ্রীষ্টান মহিলা।
আমাব স্বামী ধর্মাস্ত্রের গ্রহণ করেন এবং আমায় বিবাহ
করেন। তাব ফলে তাঁব আত্মীয় বান্ধব সবাই আজ
তাঁর প্রতি বিমুখ। আমার স্বামীব এই দুর্দশাব জন্তে

আমি যে নিজেকে কতখানি অপবোধী মনে করি—তা
ভাষায় বোঝাতে পারিনা।

মনো। দেখুন, যা হয়ে গেছে... তাব আর উপায় নেই। আর কেউ
আপনাকে না বুঝুক—কিন্তু আপনাকে দেখে আমি এই
পবন সত্য জেনেছি—প্রেম খুঁটানও নয়... প্রেম হিন্দুও নয়।
ভালবাসাব কোন ধর্মের গুণী নেই। সমস্ত দৈত্বের
মধ্যেও আপনাব স্বামী-প্রেম কবি মাইকেলের জীবনে
অতুল সম্পদ।

হেন। স্বামীব মুগ্ধই শুনেছি—এই দেশের সাবিত্রী তাঁর মৃত
পতিকের মৃত্যুর ভাত থেকে জ্বর ববে এনেছিলেন।
মাঝে মাঝে আশা হয়, আমিও তাঁকে ধ'বে বাঁধতে পারব।
কিন্তু কা'কে... কা'কে বাঁচিয়ে বাঁধবাব জন্ত চেষ্টা কবব
বলুন তো?

মনো। মিনেস ডাট।

হেন। এই নিন... পড়ে দেখুন—

(বিজ্ঞানাব নীচ বইএর ভিতর হইতে
একখানি কাগজ বাহির করিয়া মনো-
মোহনের হাতে দিলেন, মনোমোহন তাহা
পাডিতে লাগিলেন)

মনো। “দাঁড়াও পথিক বব, জন্ম যদি তব বঙ্গে
ত্রিষ্ট ক্ষণকাল এ সমাধি স্থলে। ”

হেন। নিজের হাতে নিজের সমাধি লিপি বচনা ক'রে ফেলে

দিয়েছেন। সেদিন Waste Paper basket হতে ওটা
কুড়িয়ে পেয়েছি।

মনো। কবির সমাধি লিপি।

হেন। বুঝে দেখুন. ওঁ'র বর্তমান মনের অবস্থা। শুধু একটি
মুহূর্ত্তেব জন্ত সমাধির পাশে দাঁড়াবার জন্ত বাঙালী জাতকে
কত না কাতর অল্পনয় বছে'ন।

মনো। মিসেস ডাট।

হেন। আমি জানি আমার জন্মে ওঁ'র দেশ ওঁকে ত্যাগ
কবেছে। শুশ্রূষা করবার জন্তে পর্য্যন্ত একটি প্রাণী এগিয়ে
আসেনা। আমি ওঁ'র পাশ থেকে সরে না দাঁড়ালে কেউ
আসবেও না। তাই. .আমায় দূরে যেতে হবে...ছুটি নিতে
চাই আপনাদের কাছে।

মনো। এসব কি বলছেন আপনি ?

হেন। শুনেছি আপনাদের ধর্ম্মে আছে, মৃত্যুর পবপাবেও দুটি
বিবহী-আত্মার মিলন হতে পাবে। ওঁকে ছেড়ে
গেলে পৃথিবীর ওপাবে গিয়ে আবার ওঁকে পাবো ;
কিন্তু এপারের ভাব দিয়ে যেতে চাই আপনাদের।
মিঃ ঘোষ, আপনার দেশবাসীকে বলুন—এ বিজাতীয়
মহিলা তাদের আপনার জনকে তাদেরই হাতে আজ
তুলে দিতে চায়। আমার সংস্পর্শ যদি তাঁকে কলঙ্ক
স্পর্শ ক'বে থাকে. তবু তিনি যে তাদেরই আপনার জন।
তারা কি এই জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে তাঁকে ত্যাগ করতে
পাববে ?

মনো । মিসেস ডাট । আপনি ভাববেন না । কবি মধুসূদন বুকেব রক্ত ঢেলে বচনা কবেছেন বাঙালীর জন্য মধুচক্র । আজ বাঙালী জাতি তাঁব মূল্য না বুঝুক, জানি . এমন একদিন আসবে যেদিন তাঁব এই পবিণাম ভেবে বাঙালীর পবি-
তাপেব আব অস্ত থাকবে না । তাঁব জীবনেব দায়িত্ব—
সমস্ত বাঙালী জাতির ; আত্মবিস্মৃত জাতি যদি সে কথা ভুলে থাকে, তাহলে এবপর . এবপর কবির স্বর্ণ প্রতিমূর্তি তৈরী কবিযে দিলেও পাপেব প্রায়শ্চিত্ত হবেনা তাদের ।
কারণ কাছে আবেদন জানিয়ে আমবা কবির গৌববকে ক্ষুণ্ণ কবাবো না ... তাব চেয়ে তাঁকে হাঁস-
পাতালে পাঠিয়ে দেব । সেখানে অন্ততঃ শুশ্রূষা হবে...হ্যাঁ
...চিকিৎসাও হবে. .

হেন । হাঁসপাতালে ? শুশ্রূষা হবে ? চিকিৎসা হাব ? বেশ—
তাই ককন । (গ্লান হাসিযা) আজ আমি মুক্তি পেলুম—না ?

মনো । মিসেস ডাট, আপনি অমন কর্ছেন কেন ? একি সমস্ত শরীর কাঁপছে যে.....

হেন । ও কিছু না .. অ্যালবার্ট ডাকছে আগায় কিদে পেয়েছে বলছে...অ্যালবার্ট...অ্যালবার্ট ।

মনো । সেতো জয়কৃষ্ণ বাবুদেব বাড়ীতে । তাকে নিয়ে আসব ?

হেন । দবে যে কিছু নেই অ্যালবার্ট টাকা ধাব কবতে বেবিযে-
ছেন...এলেই খেতে পাবে । কেঁদো না অমন কবে ..ছিঃ
—অ্যালবার্ট...my poor child...my poor child !

(দৃশ্য ঘুবিয়া গেল)

অষ্টম দৃশ্য

আলিপুর হাঁসপাতাল ।

[আলিপুর হাঁসপাতালের ওয়েটিং রুম—
গৌরদাস বসাক ও অ্যালবার্ট]

অ্যাল । ম্যামী—ম্যামী—
গৌব । অ্যালবার্ট. .
অ্যাল । আমায় ডাকছে ..ওই আমায় ডাকছে !
গৌব । কে ডাকছে ?
অ্যাল । শুনতে পাচ্ছেন না ? আমার ম্যামী । ম্যামী ডিয়ার ম্যামী
ডিয়ার—

[কাঁদিয়া কেলিল]

[মনোমোহনের প্রবেশ]

মনো । গৌবদাস বাবু !
গৌব । কিবে এলে ? সব শেষ হয়ে গেছে ।
মনো । ই্যা...
অ্যাল । আপনি এসেছেন । ম্যামী কোথায় ? আপনিই আমার
ম্যামীকে নিয়ে গিয়েছিলেন না ? . কোথায় একা বেখে
এলেন তবে !...কথা কইছেন না কেন আমার ঘে বড্ড ভয়
ক'বছে...
মনো । ভয় কি অ্যালবার্ট ? আমরা রয়েছি ..
অ্যাল । ম্যামী । ডিয়ারী...

[কাঁদিতে লাগিল]

মনো । ছিঃ অ্যালবার্ট...কথা শোনো...অমন কবে কেঁদো না...

[নাস' সেই দিক দিয়া ব্যস্তভাবে চলিয়া
গেল]

মনো । চাপরাসী—

[চাপরাসীর প্রবেশ]

—যাও অ্যালবার্ট, এব সঙ্গে একটু হাওয়ায় বেড়িয়ে
এসোতো ।

অ্যাল । আমি mammy'র কাছে যাবো—

মনো । হাঁ, তিনি বেড়াতে গেছেন. এলেই তোমায় খবর দেব—

[অ্যালবার্টের চাপরাসীসহ প্রস্থান]

আপনি বন্ধন গোবদাস বাবু, আমি কেবিন থেকে
ঘুবে আসছি—

গৌব । হ্যা...একবার...একবার দেখে এসো কেমন আছে...

Albert বড ব্যস্ত হয়েছে, ও'ক আর বাখা যাচ্ছে না ..
জকে একবার মধুর কাছে—

মনো । হ্যা, আমি দেখছি—

গৌব । মধুকে বাঁচাতে হবে ভাই, যেমন ক'বে হোক ।...সে যদি
এই দাতব্য চিকিৎসালয়ে বাস্তব ভিকিবীর মত—

[বলিতে পারিলেন না, কাঁদিয়া ফেলিলেন]

মনো । জানি ..দায়িত্ব আমাদের সব চেয়ে বেশী ; তবু আমি
এখনো নিব্রাণ হইনি । আপনি বন্ধন .আমি খবর নিয়ে
আসছি ।

[প্রস্থান]

(অ্যালবার্ট দৌড়াইয়া প্রবেশ করিল)

অ্যাল। আমাব ভাল লাগছে না, আমাব কান্না পাচ্ছে। চলুন...
আমরা এখান থেকে চলে যাই...

গৌব। অ্যালবার্ট .

অ্যাল। আমাব শরীর যেন কেমন ক'বছে এখানে আমার দম
বন্ধ ত'য়ে আসছে...চলুন—

গৌব। কিন্তু তোমাব ড্যাডী যে তোমায় দেখতে চাইছেন অ্যাল-
বার্ট ? তাঁকে দেখবে না ?

অ্যাল। ড্যাডী। কোথায় আমাব ড্যাডী...

গৌব। এই আলিপুর হাঁসপাতালে ওপবেব ঘরে।

অ্যাল। চলুন, তাহলে যাই ড্যাডীব কাছে

গৌব। চোখ মুছে ফেল ভাল করে. নইলে তোমার ড্যাডীর খুব
কষ্ট হবে। মনে বেপো, তাঁব সামান একটু কঁাদতে পাবে
না...

অ্যাল। না ..ড্যাডীব কষ্ট হলে আমি কখনো কঁাদবো না। 'আমুন
না...

গৌব। যাচ্ছি অ্যালবার্ট.. তোমাব মনোমোহন কাকা দেখতে
গেছেন...তিনি ঘুরে আসুন—

অ্যাল। কখন আসবেন তিনি আমি যে আব দেবী কবতে পাচ্ছি
না...ড্যাডী ড্যাডী .

(দৃশ্য ঘুবিয়া গেল)

নবম দৃশ্য

ইসপাতালেব কেবিন।

(শব্দায় শাবিত মাইকেল - পাথে' নাস' ও মনোমোহন)

মধু। Albert ! my poor child !

মনো। Send for the surgeon please.

(নাসের প্রস্থান)

মধু। No doctor my friend ! মনোমোহন, গৌব এলোনা
কেন ?

মনো। আসছেন . অ্যালবার্টকে নিয়ে—

মধু। আব—আব হেনরিয়েটা ?

মনো। তিনি ..তিনিও আসবেন ..

মধু। না.. আসাব না সে আসবে না—

মনো। একি আপনার চোখে জল ! আপনি কঁাদছেন ?

মধু। I know everything মনোমোহন.. আমি তজ্রাঘোবে
সব শুনেছি হেনরিয়েটা নেই ! (খানিকক্ষণ চুপ থাকিয়া)
তার সমাধির ব্যবস্থা তো ভাল হয়েছে মনোমোহন ? সে
ফুল ভাল বাসতো বেছে বেছে ফুল ছড়িয়ে দিয়েছ তো
তার সমাধির ওপরে

মনো। আমাদের মাধ্যে যা কুলোয় তাঁর শেষ ব্যবস্থা কবতে
কাপণ্য কবিনি। মিঃ আর্ডেন ও মিসেস রমলা এসে-
ছিলেন ফুল নিয়ে—

মধু। ওরা এসেছিল ! ওরা বড় ভাল।...বিজ্ঞাসাগর, ভূদেব,

এঁরা সবাই হেনরিগেটার সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছিলেন তো ?

মনো । তাড়াতাড়িতে তাঁদের খবর দিতে পাবিনি...

মধু । খবর দিতে পাবনি । আমায় লুকোচ্ছে । আমি জানি, ওরা কেউ আসতো না—

মনো । আপনি চূপ করুন—

মধু । Ah poor soul ! আমাকে সে মুক্তি দিয়ে গেল ! কিন্তু কাব হাতে দিয়ে গেল । মনোমোহন, তুমি খুব যত্নের সঙ্গে Shakespeare পড়তে । Macbeth-এর সেই কটি লাইন মনে পড়ে ?

মনো । কোন কটা লাইন ?

মধু । Lady Macbethএব মৃত্যু সংবাদ শুনে সেই যে ম্যাক-বেথ বলেছিলেন—অনুস্থ হয়ে কিছু স্বপ্নে আনতে পারি না দেখতো, ঠিক বলতে পাচ্ছি কি না—

“Out, out brief candle
Life’s but a walking shadow
A poor player that struts and frets
His hour upon the stage—and then is
Heard no more.

মনো । এঁকি । আবার রক্তবমন ! নাস’...নাস’...

(মৌরদাস ও আলবার্টের প্রবেশ)

অ্যাল । ড্যাডী—ড্যাডী—

মধু। Albert ! my boy ! তোর কী হবে ? কোথায় দাঁড়াকি তুই ?

মনো। আপনি ভাববেন না, আমার ছেলে মেয়ে যদি দুটো খেতে পায় অ্যালবার্টও পাবে।

মধু। পাবে ! আঃ ! মনোমোহন, তুমি আমার বড় শান্তি দিলে।

(মনোমোহন ধীরে ধীরে অ্যালবার্টকে

বাহিনে লইয়া গেলেন)

Who's there ! Henrietta,—Henrietta .

গৌর। মধু...মধু .

মধু। আব দেখতে পাচ্ছি না কেন ? হেনরিয়েটা সব যার হেনরিয়েটা কেন পালায় ? ওই গেল...ওই গেল ..Light, Light.

গৌর। মধু—মধু—

মধু। You have driven her away ! ডাকো...ওকে আসতে দাও ..আমার জীবনের সঙ্গিনী মরণেব পাবে দাঁড়িয়ে কাকুতি করছে...তাকে শুধু এতটুকু ভরসা দাও. যে এই বার্থ জীবনের স্মরণে তোমরা দু'ফোটা চোখের জল ঢালবে।
মধু ..তোমাদের মধু...তাকে ফেলে দিও না তোমরা—

গৌর। ফেলব না—মধু,—আমরা তোমায় ফেলে যাব না—

মধু। Hush ! ককিন যাচ্ছে—শবদেহ সমাধির দিকে বয়ে নিচ্ছে।...দুধারে রাস্তার লোক সরে দাঁড়াল।...ওই অভিশপ্ত আত্মাকে স্পর্শ করতে যদি ভয় হয়, ঘৃণা হয়, তাহা আজ না এসো,...কিন্তু তবু ওগো অনাগত ভবিষ্যৎ

বাঙালী...একদিন ঐ কবরের পাশে দাঁড়িয়ে অভিশপ্ত
আত্মাকে শাস্তি দিও। ওই কবর...ওই কবর...যেখানে
পাথরের বুকে লেখা—

দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে
তিষ্ঠ ক্ষণকাল এ সমাধি স্থলে।
জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম, হেথায় মহীর কোলে মহানিদ্রাবৃত
দত্ত-কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন।

(অন্ধকার ভবিষ্যের পানে স্মৃতিভরা
দৃষ্টি প্রসারিত করিলেন। .দূরে কোথা হইতে
যেন শব-দেহ-ঘাত্তার করণ বাত্মহন শোনা
গেল।...ধীরে ধীরে যবনিকা নামিল।)
